জীবন থেকে নেয়া

Short success stories from the life

দীপশিখা উন্নয়ন সহযোগিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাহিনী

জীবন থেকে নেয়া

Short success stories from the life

দীপশিখা ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

অক্টোবর ২০০৯

প্রকাশনায়:

দীপশিখা

২৮২/৫, প্রথম কলোনী, মাজার রোড,
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৮, বাংলাদেশ
ফোন ঃ + ৮৮০-২- ৯০০০৭৮২
+ ৮৮০- ২- ৮০১২২৭৬
ফ্যাক্স ঃ + ৮৮০- ২- ৮০১৫৩১৪
ই-মেল ঃ dipshika@agni.com

প্রকাশ কাল: অক্টোবর ২০০৯।

সম্পাদনায় : এন্থনী রিবেরু
প্রদীপ ফ্রান্সিস তিগ্যা

মুদ্রনে ঃ
খ্রীষ্টিনা প্রিন্টিং লাইন
গ্রীনভিউ সুপার মার্কেট
৭৯ গ্রীন রোড, ফার্মগেট
তেজগাঁও, ঢাকা -১২১৫।

শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫ (পঁচিশ টাকা)মাত্র

নির্বাহী পরিচালকের কথা

দীপশিখা প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, দক্ষতা বৃদ্ধি, আয়সৃষ্টি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকাসমূহের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। দীপশিখার বাহ্যিক উন্নয়ন যেমন-দল গঠন, সদস্যের বা পরিবারের আয়বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন, বৃক্ষরোপন, ব্রীজ বা কালভার্ট তৈরী ইত্যাদি দৃশ্যমান সহজে বুঝা যায়। অন্যদিকে আভ্যন্তরীন উন্নয়ন যেমন-মন-মানসিকতা বা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, উন্নয়ন যা অনেকের পক্ষেই বুঝতে বেশ কষ্টসাধ্য।

দীপশিখা কার্যক্রমের ফলে জনগণের মধ্যে যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উন্নয়ন ঘটেছে তা তুলে ধরার লক্ষ্যেই **"জীবন থেকে নেয়া"** এই পুস্তিকাটির প্রকাশিত হল। এই পুস্তিকাটি পড়ে যে কেহ বুঝতে এবং অনুধাবন করতে পারবেন যে দীপশিখা কিছুটা হলেও জনগণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন সেবা কাজ করে যাচ্ছে।

দীপশিখার ২৫ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন সফল হউক এই কামনা করছি।

পৌল চারোয় তিগ্যা
নির্বাহী পরিচালক।

সূচীপত্র

১। নির্বাহী পরিচালকের কথা
২। একটি উন্নয়নমুখী পরিবারের গল্প *Story of a developing family*
৩। জয়লক্ষী রানী *Life can be changed if anyone shows the right way*
৪। "……..বাকী প্লানের কাজগুলি তারা একে একে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখছে" *"------- they dream to implement gradually the other projects of their FD plan -------"*
৫। ফুলবালা নিজেই তার উন্নয়নের কথা এভাবে বর্ণনা করে'ন *Fulo Bala expressed herself about the progress of their family----------*
৬। সুখী পরিবার *A happy family*
৭। হযরত আলীর দিন বদলের পালা শুরু*Living condition of Hazrath Ali's family starts change*
৮। একজন উদ্যোগী চাষীর কথা *Few words of an enterprising farmer*
৯। ধামাইনগর আদিবাসীদের মন্দিরের জমি দখলকারীকে উচ্ছেদ ও জমি উদ্ধার *Adivashies experienced that Unity is Strength*
১০। ফেরিওয়ালা শুকুর আলীর সামনে এগিয়ে চলা *Advancement of Hawker Sukur Ali*
১১। আত্মপ্রত্যয়ী লোকমান *Self-determined Lokman*
১২। জীবন কাহিনী Self-esteemed Promila
১৩। আব্দুর গফুরের জীবন কাহিনী *Success story of a hawker*
১৪। পরিকল্পনা আর পরিশ্রমই পরিবারের উন্নয়ন আনে *Planning and hard-laboring is the pathway of development of a family*
১৫। জীবন সংগ্রামে সফল আব্দুল খালেক *Abdul Khalequ success in life*
১৬। কবিতা রানী নিজের পায়ে দাড়াতে চায় *Kabita Rani wants to stand on her leg*
১৭। আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখছে আদিবাসী অধিকার কেন্দ্র (এআরসি) *The Adivasi Rights Center is playing an effective role in solving adivasi problems*
১৮। সুমিতা রানী একজন সফল দর্জি *Sumita Rani has the key of self-reliance*
১০। অধ্যবসায়ী বেলাল *Belal's perseverance*
২০। মাকম বালার জীবন কাহিনী *Life story of Makom Bala*
২১। বিধবা মমতার সামনে চলা *A step forward for Momota the widow*
২২। নজরুল ইসলাম নিজেই তার পরিবারের ধারাবাহিক উন্নয়নের কথা ব্যক্ত করেন এইভাবে *Gradual development of Nazrul Islam's family as express by him*
২৩। মহাজনের ঋন চক্র থেকে এখন মুক্ত গাজিউর রহমান *Rahim is now free from Mohajon (Village money lender)*

একটি উন্নয়নমুখী পরিবারের গল্প

দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কৃষ্ণপুর। আর এ কৃষ্ণপুর গ্রামেই বাস করে ভুপাল চন্দ্র রায় ও ফুলবালা রায়ের ছোট পরিবারটি। পরিবারে ৩ বছরের একটি মাত্র শিশু কন্যা। জমি-জমা বলতে আছে শুধু ভিটেটুকু এবং তার উপর ছোট একটি কুঁড়ে ঘর। পরিবারের একমাত্র আয়ের পথ কৃষি ভিত্তি দিন মজুরী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অন্যের জমিতে দিন মজুরীর করে যা আয় করে তাতে কোন রকমে দিন চলে। পেটের ক্ষুধা মিটাতেই যার দিন অতিবাহিত হয় তার পক্ষে ভবিষ্যতের চিন্তা করা কঠিন। তবুও মাঝে মধ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয় কিভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। বাড়তি একটু আয়ের জন্য ফুলবালা বাড়ীতে দু'তিনটা হাঁস পালন করে। ঠিক এমনি সময়ে ২০০৮ সালে ভুপালের সাথে সাক্ষাৎ হয় দীপশিখার আইএলডি প্রকল্পের একজন মাঠকর্মীর। দীপশিখার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ করে পরিবার ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর পর কয়েকবার আলোচনা পর ভুপাল এবং তার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেয় দীপশিখার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এবং সে অনুসারে "পরিবার উন্নয়ন কর্মশালায়" অংশগ্রহণ করে নিজের পরিবারের উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ছয়মাস মেয়াদে "গরু পালনের" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এতে দীপশিখা থেকে ৫,০০০ টাকা এবং নিজের আর ৩,০০০ টাকা দিয়ে একটি বাছুর গরু কিনে। গরু যত্ন নেয়া, খাওয়ানো প্রভৃতি বিষয়ের উপর দীপশিখা মাঠকর্মীর নিকট থেকে প্রাথমিক ধারনা লাভ করে। মূল পেশার পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী উভয় প্রথম প্রকল্প লাভজনক করার চেষ্টা অব্যহত রাখে। আর সত্যিই ছয় মাস পর উক্ত প্রকল্প থেকে প্রায় ২,০০০ টাকা লাভ করে। প্রথম প্রকল্প লাভজনক হওয়ায় তাদের উৎসাহ এবং আস্থা বেড়ে যায়। তাই দ্বিতীয় বার ভুপাল এবং ফুলবালা পরিকল্পনা নেয় একটি গাভী পালন করবে। এবং এ বিষয়ে দীপশিখার মাঠকর্মীর সাথে আলোচনা করে "গাভী পালনের" জন্য একটি প্রকল্পও তৈরী করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য দীপশিখার নিকট থেকে ১০,০০০ টাকা লোন নেয় এবং পরিবারের অংশগ্রহণ সহ মোট ১১,৫০০ টাকায় একটি গাভী কিনে। গাভী পালনের উপরও দীপশিখার মাঠকর্মীর নিকট থেকে প্রাথমিক ধারনা নেয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় এ প্রকল্পটিও তারা লাভজনক করবে। বর্তমানে গাভীটি প্রতিদিন ২/৩ লিটার দুধ দিচ্ছে। নিজের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ রেখে বাকীটুকু বাজারে বিক্রি করে প্রতিদিন প্রায় ৫০ টাকা আয় করছে। এ টাকা থেকে তার লোন পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয় না। এছাড়াও দীপশিখার সহায়তায় ১০টি উন্নয়ন জাতের হাঁস নিয়েছে। এর মধ্যে চারটি হাঁস ডিম দেয়া শুরু করেছে। প্রতিদিন প্রায় চারটি করে ডিম পাচ্ছে যা বিক্রি করেও বাড়তি আয় হচ্ছে। বাড়ী ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পায়খানা ব্যবহারেও তারা সচেতন। ভুপাল এখনও মাঝে মাঝে শ্রম বিক্রি করে আরও একটু বাড়তি আয়ের জন্য। তাদের নিজস্ব আয় থেকে এ বছর প্রথম দিকে ৩৩ শতক জমি বন্ধকী নিয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত জমিতে আমন চাষ করছে। ভুপাল এবং ফুলবালা এখন চিন্তা করছে তাদের সন্তানের ভবিষ্যত। তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা হচ্ছে মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাবে, থাকার জন্য একটি ভাল ঘর তৈরী করবে এবং চাষের জন্য কিছু জমি কিনবে। তা ছাড়াও সারা বছরের জন্য পরিবারের খাদ্য নিশ্চিত করা। পরিবারটি আশা করছে দীপশিখার সহযোগিতায় তারা তাদের ভবিষতের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করতে পারবে। তাদের বর্তমান এ উন্নতির জন্য দীপশিখার নিকট কৃতজ্ঞ।

Story of a developing family

Krisnopur is a remote village of Bochaganj Upazila under Dinajpur district. Bhophal Chandra Roy (35) lives in the village with his wife Fulo Bala and one daughter. He had no land except homestead area and a small hut. Selling of agricultural based day labor was only source of income of this family. He and his wife worked as day laborer and were struggling hard to manage their daily food. It is very difficult to think about future life with empty stomach. Even though Bhopal and Fulo Bala were discussed among them how could be changed this situation. For extra income Fulo Bala reared two ducks at home.

It was during this situation in early 2008 he met a Field Worker of Dipshikha ILD project in his village and came to know about family bases development activities of the organization. After knowing well Bhopal and his wife decided to join with Dipshikha development process and finally they completed "Family Development Planning" workshop and prepared their FD plan for five years.

As per their FD plan firstly they implemented cow rearing project within six months duration and took preliminary ideas from the Field Worker about how to take care of the cow. To implement this project they needed Tk. 5,000 from Dipshikha and their contribution was Tk. 3,000. They worked hard for the success of the project and made profit Tk. 2,000. From the profit of the first project, they were encouraged and grew confidence that they will able to change their family condition. Second time they purchased a milking cow with Tk. 11,500 for rearing and for this purpose they received Tk 10,000 from Dipshikha as credit. Bhopal and his wife try hard to make the project profitable. At present they get three liters of milk everyday. After meeting up the family's need rest of milk they sell in the market and get about Tk. 50 daily. They can repay the loan installment easily from this income. Besides, as per plan this family took ten ducks from Dipshikha and in the meantime four of them lay eggs everyday. It is an additional income of the family. They are aware to keep clean of their house, drink safe water and use latrine sat. Even now Bhopal sells labor to get more income. From their own income they took lease 33 decimal of agricultural land this year and cultivated Amon rice. Now they are thinking about their future. Their next plans are: to admit their daughter to school, construct a good house, purchase land and food security for family. They hope that Dipshikha will extend its cooperation to implement their dreams. They expressed their gratefulness to Dipshikha for improving their livelihood condition.

নাম : জয়লক্ষী রানী

স্বামী: অতুল চন্দ্র দাস
দল: ময়না মহিলা দল
গ্রাম: বিশ্বনাথপুর, ওসমানপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জয়লক্ষী রানীর দীপশিখার সদস্যা হওয়ার পূর্বের অবস্থা:

জয়লক্ষী রানী বলেন, "দীপশিখার সদস্যা হওয়ার আগে আমার পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অন্যের বাড়ীতে দিন মজুরী করে যা আয় করতাম তা দিয়েই সংসার চালাতাম। অনেক সময় কাজ পাওয়া যেত না তখন অনেক কষ্ট করে চলতে হত এমন কি দু'বেলা খেয়ে থাকতে হত। এ ভাবে মাসে যদি ১০/১২ দিন কাজ না পেতাম আমাদের কষ্টের সীমা থাকত না।" দীপশিখা দলীয় সদস্য হওয়ার পূর্বে জয়লক্ষী রানীর পরিবারের সম্পদের একটি সাধারন তথ্য দেয়া হল:

১. একটি মাত্র মাটির ঘর ছিল।
২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন (দুই মেয়ে ও দুই ছেলে)।
৩. কোন প্রকার সঞ্চয় ছিল না।
৪. চিত্ত বিনোদনের জন্য টেলিভিশন, রেডিও কিছু ছিল না।
৫. নিজস্ব কোন আয়ের ব্যবস্থা ছিল না।
৬. গরু-ছাগল, মুরগী হাঁস কিছুই ছিল না।

দীপশিখার দলীয় সদস্যা হওয়ার পর থেকে নিম্নে জয়লক্ষী রানীর পরিবারের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হল:
১৯৯৬ সালে জয়লক্ষী রানী দীপশিখার উন্নয়ন কার্যকমে সম্পৃক্ত হওয়ার পর প্রথমে ২,০০০ টাকা ঋন গ্রহন করেন। প্রথমে টাকা নিয়ে সে একটি ছাগল ক্রয় করে এবং কিছু টাকা খাবার কেনায় ব্যবহার করে। পরে বহু কষ্টে সে টাকা পরিশোধ করে। দ্বিতীয়বার লোন দিয়ে সে একটি গরু ক্রয় করে। কয়েক মাস পর তা বিক্রি করে বেশ লাভ করে। তৃতীয়বার লোন নিয়ে বাড়ীতে একটি ছোট মুদি দোকান চালু করে এবং খুব হিসাব-নিকাশ করেই দোকান পরিচালনা করতে থাকে। এভাবে জয়লক্ষী রানী এবং তার স্বামী মোট নয়(৯) বার দীপশিখা থেকে লোন সহায়তা পেয়েছে। তাঁর লোন নেয়ার ধারা এমন ছিল-২,০০০, ৩,০০০, ৫,০০০, ৬,০০০, ৮০০০, ১০,০০০ , ১২,০০০, ১৫,০০০, ১৭,০০০। প্রতি বারেই লোনের টাকা দোকানে ব্যবহার করে। বিগত বছরগুলিতে পরিবারটি ভাল আয় করে এবং তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নতি হতে থাকে। এভাবে জয়লক্ষী রানী ও তার স্বামী দোকান চালিয়ে দুই মেয়েকে বিয়ে দেয় এবং ২টি ইটের ঘর তৈরী করে। বর্তমানে তাদেরকে অন্যের বাড়ীতে মজুরীর কাজ করতে হয় না। নিজের দোকানের আয় থেকে ১টি ভ্যান কিনেছে এবং তা ভাড়া দিয়ে প্রতিদিন বেশ কিছু টাকা পাচ্ছে। তাদের দুই ছেলের লেখা পড়ার খরচ খুব সহজেই যোগা করতে পারছে।

জয়লক্ষী রানীর পরিবারের বর্তমান সম্পদের চিত্র নিম্নরূপ:

১। দুটি পাকা ঘর আছে।
২। একটি মুদির দোকান আছে।
৩। তার নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা আছে।
৪। বর্তমানে দুই ছেলে লেখা পড়া করছে।
৫। একটি সাদাকালো টেলিভিশন আছে।
৬। একটি মোবাইল ফোন আছে।
৭। একটি বাই-সাইকেলল আছে।

৮। পরিবারের সবাই লেট্রিন ব্যবহার করে এবং বিশুদ্ধ পানি পান করে।
৯। ঘরের আসবাবপত্র যেমন- চেয়ার, টেবিল, আলনা, খাট, ইত্যাদি আছে।

Life can be changed if anyone shows the right way

Member's name: Joyluxmi Rani
Husband: Atul Chandra Das
Group: Moina Mohila Dal (Moina Women Group)
Village: Bishanathpur
Upazila: Ghoraghat
District: Dinajpur

Joyluxmi Rani said, "Before involvement with Dipshikha development process we lived in a small mud house in a very poor condition. My husband was a day laborer and we had to fight poverty, leading our daily life in hardship. Sometimes we had to sleep without food at night. With a vision to improve our economic condition, I came to touch with above mentioned group science its inception in 1996. I received several trainings from Dipshikha like- cow rearing, vegetables and crops cultivation, nutritious food preparation, cleanliness and house management, chicken raising, etc. from Dipshikha. We also took tube-well and latrine sat from the organization." The following information gives a picture of the family before involvement with Dipshikha development activities:

1. A small mud house
2. There were four members in the family.
3. They have no savings.
4. There were no recreational things like- television, radio, etc.
5. No sources of income.
6. There were no cows or chicken in the family.

After involvement with Dipshikha activities as a group member and since then she has been following the empowerment process for sustainability, such as attending group meetings and awareness sessions, depositing savings, attending various skill development trainings, taking up income generating projects, etc. Firstly, Joyluxmi Rani took loan Tk. 2,000 for goat rearing. Some of the money she used for purchasing food for the family members. For this reason she faced difficulties to repay the loan. Second time, she took loan for cow fattening and from this project they made good profit and repaid the credit installment on time. Thirdly, she decided to start a grocery shop near their house and for this purpose she also received loan from Dipshikha. By this way Joyluxmi Rani received loans nine times during last ten years and invested in the grocery shop and also in different IGAs projects and earned remarkable profits. From the income, they gave marriage of their two daughters. Not only that they also constructed brick-build houses and providing all educational expenses of their two sons. The following information gives a picture about the present resources of her family:

1. Constructed houses with brick-wall and tin roof.
2. Started one grocery shop.
3. Now they have regular income sources.
4. Two sons are continuing their study.
5. They have television.
6. Mobile phone for business purpose.
7. Have a bicycle and one rickshaw van.
8. They have their own tube-well and sanitary latrine.
9. Purchased furniture like- chair, table, Alana, beds, etc.

".....বাকী পানের কাজগুলি তারা একে একে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখছে"

আনছারুল হক, স্ত্রী হাছিনা বেগম, বাবা-মা ও এক সন্তান নিয়ে পরিবারটি বাস করে দীপশিখা আইএলডি প্রকল্প এলাকার মতিজাপুর গ্রামে। বাবা বয়স্ক এবং সন্তানের বয়স মাত্র দুই বছর। পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করতে হয় আনছারুলকেই। নিজের দিন মজুরীর টাকায় সংসার চলে না তাই স্ত্রী এবং মাকেও অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয়। সবার আয় দিয়ে কোন রকমে দিন, মাস এবং বছর পার করতে হয়। আর যখন কাজ থাকে না তখন তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এমন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসারও কোন উপায় তারা পাচ্ছিলনা। ঠিক এ সময়ে দীপশিখার মাঠকর্মী যায় উক্ত গ্রামে সার্ভে করতে। আনছারুল হকের পরিবারের সাথে মাঠকর্মীর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। মাঠকর্মীর কাছে আনসারুল তার পরিবারের অভাব-অনটনের সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে। সমস্ত বর্ণনা শুনার পর পরিবারটি দীপশিখার উন্নয়ন সহযোগী পরিবার হিসেবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়।

পরবর্তীতে দীপশিখার আমন্ত্রন পেয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে "পরিবার উন্নয়ন কর্মশালায়" যোগদান করে। এ কর্মশালায় এসে তাদের পরিবারের উন্নয়নের দিক উন্মোচিত হয়। আনছারুল হক ও হাছিনা বেগম দু'জনে মিলেই তৈরী করে "পরিবার উন্নয়নের পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা।" সে পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমেই তারা একটি রিক্সা-ভ্যান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ হিসেবে আনছারুল বলে-"ভ্যান থেকে প্রতিদিন আয় আসবে। আর এ আয় থেকে সংসারের ব্যয় বাদে কিস্তির টাকাও পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া আমাদের জমি-জমাও নেই যে আবাদ করবো।" অন্যদিকে হাছিনা বেগম বাড়ীতে কয়েকটি মুরগী এবং একটি ছাগল কিনেছে যা তার শ্বাশুড়ী দেখা-শুনা করে এবং সে অন্যের বাড়ীতে যায় কাজ করার জন্য। এভাবে তাদের অভাবের সংসারে কিছুটা আলোর দিশা দেখতে পাচ্ছে। তারা পরিবারের সবাই একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা দীপশিখার মাঠকর্মীর সাথেও আলোচনা করে কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায়। পরবর্তীতে হাছিনা বেগম সেলাই প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার পরিকল্পনা করছে এবং ভ্যানের প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হলে একটি গাভী কেনারও পরিকল্পনা করছে। ইতিমধ্যে পরিবারের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ করতে নল-কূপের ব্যবস্থা করেছে এবং সবাই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। ভবিষ্যতে তাদের ইচ্ছা মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে যাতে সে অনেক বড় চাকুরী করতে পারে। আনছারুল ও হাসিনার ইচ্ছা দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের পরিশ্রমে এবং দীপশিখার সহযোগিতায় পরিবারের দরিদ্র অবস্থার চির অবসান করতে।

"------- they dream to implement gradually the rest of the projects in their FD plan -------"

Ansural Haque hails from a poor family of Motijapur village under Dipshikha ILD project area Bochaganj Upazila, Dinajpur. The family has no land except homestead area for living. Hasina Begum is his wife and they live with their parents and two small children. He had no means of income other than laboring in other's land and this kind of work is uncertain and not available round the year. So he being a day laborer used to pass days in great difficulties. Sometimes his old mother and wife had to work in other's houses to manage daily food for the six-member family.

In such a situation, Ansural came to touch with a Field Staff of Dipshikha during conducting survey in the village. He discussed detail about his family condition with the Staff and enrolled his family as a development partner of Dipshikha. By maintaining all the formalities both the husband and wife completed "Family Development Planning" workshop organized by Dipshikha and on the basis of their present resources they prepared five-year development plan for their family. As per plan, they took supports from Dipshikha to implement the first project for purchasing a rickshaw van. Their argument for taking up the project was that everyday they will get some income and meet up the daily necessity of the family. Their project was successful and from the income of the project, Hasina purchased some chicken and one goat for rearing at home. Now, her mother-in-law looks after the chicken and goat. By this way this family sees the ray of hope to improve their economic condition.

They take decision jointly regarding their family matters. The next plans of this family are Hasina complete the tailoring training course and purchase one cow for rearing. Now they drink safe water and use latrine. Their dream is to educate their children so that they can get good job. Ansural and Hasina are very much optimistic and also determined to implement their plans by the supports of Dipshikha. They want to allivate poverty forever from their family.

ফুলবালা নিজেই তার উন্নয়নের কথা এভাবে বর্ণনা করে'ন

"আমি ফুলবালা, স্বামী: ধর্ম নারায়ন, শংকরপুর। গ্রামে আমাদের নিবাস। গ্রামটি দীপশিখার আই.সি.ডি. প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত। আমি ১৯৯৯ সালে দীপশিখার সদস্যা হই। দীপশিখার সহযোগিতায় আমি চানাচুর, সাবন, মোমবাতি ও মিষ্টির বক্স বানানোর প্রশিক্ষণ পাই। দীপশিখায় যোগদানের পূর্বে আমার পরিবারটি খুবই অভাবের মধ্যে ছিল। আমার পরিবারে এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছি।

দীপশিখা থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প হতে ৪,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি এবং সে টাকা দিয়ে বাজারে চা ও বড়ার দোকান দেই। সে দোকান থেকে যা লাভ হয় তা দিয়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে কিছু টাকা জমা রাখি। পরবর্তীতে আবার দোকানের জন্যই ৪,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। এবার ঋনের টাকা দিয়ে দোকানটি একটু বড় করি আর দোকানে মিষ্টি ও চা বিক্রি শুরু করি। তাতে আমার অনেক টাকা লাভ হয়। সে লাভের টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধের পর আমার ছেলেকে একটি ভ্যান কিনে দেই। ভ্যানে করে প্রতিদিন দোকানের মালামাল বাজারে নিয়ে

যাই। তারপর ছেলে ভ্যান চালিয়ে আয় রোজগার করে। এ ভাবে ক্রমান্বয়ে দীপশিখার কাছে থেকে আমি নয় (৯) বার ঋন গ্রহন করি। ঋনের টাকা খাটিয়ে ২৬ শতক আবাদী জমির মালিক হই এবং দোকানটি স্থায়ী করার জন্য বাজারে চার শতক জমি ৩২,০০০ টাকায় ক্রয় করে দোকানটি বড় করি এবং পাকা করি। দোকানে এখন আমি চা, মিষ্টি, দই, চিড়া ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন সাবান, তৈল, চানাচুর, ইত্যাদি রাখি। দীপশিখার সহযোগিতায় একটি নলকূপ নিয়েছি। আমি বাড়ীতে হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন করি। এখন আমার স্বামী দোকানের পাশাপাশি স্টক মালের (ধান, গম ও ভুট্টা) ব্যবসাও করে। দীপশিখা থেকে হাঁস-মুরগী ও ছাগল নিয়ে আমি অনেক টাকা আয় করি। আমার পরিবারটি এখন স্বচ্ছল। আমি আশা রাখি দীপশিখার সহযোগিতা নিয়ে যেন একটি পাকা বাড়ি ও কিছু জমি করতে পারি।"

Fulo Bala expressed herself about the progress of their family-

"I am Fulo Bala Dharma Narayan is my husband and we live at Shankarpur village in Bochaganj Upazila, Dinajpur under Dipshikha ICD Self-reliant project area. Our family consists of four members and my husband works as a day laborer. Before joining with Dipshikha, we were struggling hard to manage our daily food. In the year 1999, I was involved with Dipshikha group based development process. I have been attending in the group meeting and started saving money in individual account with group regularly since the formation of the group. I received training on Chanachur (dry food item), soap, candle and paper box making organized by Dipshikha. I also received business development training and took loan of Tk. 4,000 from Dipshikha to start a tea-stall in the local market. I also sold Bora (food item which is made of pulse) in the tea-stall and I got good profit. From the income I repaid loan easily.

Secondtime, I also took loan Tk 4,000 for adding more items like- sweets, some biscuits, etc. in the tea-stall. My husband is also very cooperative to run the tea-stall. By the income, I repaid the credit money to Dipshikha and purchased a rickshaw van for my son. He helps to carry the tea-stall materials from home to market and then goes for work. I was regular about repaying the loan installment on time. By this way, I received loans nine times from Dipshikha and invested in different IGAs and earned remarkable profits. I purchased 26 decimal of agricultural land and 4 decimal of land worth Tk 32,000 in the market to establish permanent tea-stall on my own. I already constructed a house with brick-wall and CI sheet there and expanded the tea-stall. By the side of tea-stall, my husband starts stock (rice, wheat, maize, etc.) business. In the meantime, we gave marriage to our daughter. We installed tube-well and sanitary latrine at home. We have also some chicken, ducks and three goats for rearing at home. My family is now better off and becoming self-reliant. I am greatfull to Dipshikha for improvement of my family"

সুখী পরিবার

অর্জুনাহার গ্রামের জয়নাল হক একজন গরীব কৃষক। দু'মেয়ে ও স্বামী-স্ত্রী মিলে মোট ৪ জনের সংসার। একটি খড়ের ঘরে কোনমতে তারা বাস করত। অভাব ছিল তাদের নিত্যসংগী। ২০০৪ সালের পূর্বে তার বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ১৮,৫০০ টাকা। দীপশিখা যখন পরিবার এপ্রোসে কাজ করে তখন তারা দীপশিখায় যুক্ত হতে চায়নি। তাদের ধারনা ছিল যে শুধু ঋণ আদান-প্রদান করলেই কোনদিন আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। তার প্রতিবেশীদের সে তাই দেখে এসেছে। কিন্তু কর্মীদের সাথে বার বার আলোচনার পর এবং দীপশিখার পরিবার ভিত্তি উন্নয়ন পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে ৩০/০৫/০৪ সালে সে দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়।

নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের আশায় এবং দীপশিখার আহবানে সাড়া দিয়ে পরিবার উন্নয়ন কর্মশালায় স্বামী-স্ত্রী দু'জন অংশগ্রহণ করে পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পরা তৈরী করে। পরিকল্পনা অনুসারে এ পর্যন্ত তার পরিবার দীপশিখা হতে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-গরু পালন, গম চাষ এবং হাঁস-মুরগী পালনে সহযোগীতা নেয়। স্বামী-স্ত্রী উভয় মিলে গম চাষ, গমের বীজ উৎপাদন ও হাসঁ-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। প্রতিটি প্রকল্প সফল ভাবে বাস্তবায়ন করায় তাদের আয় বাড়তে থাকে। তাদের কোন লেট্রিন, টিউবওয়েল ছিল না। দীপশিখার সহযোগীতায় তারা তা পেয়েছে এবং ব্যবহার করছে। বর্তমানে তার তিনটি ঘরের মধ্যে একটি দোচালা টিনের। আগে সে টেলিভিশন দেখার কথা ভাবতেই পারেনি এখন তার নিজস্ব টেলিভিশন হয়েছে। সাইকেল হয়েছে। বাড়ীতে বিদ্যুৎ নিতে সক্ষম হয়েছে। দীপশিখার সহযোগীতায় সে এক বিঘা জমিতে বাউকুল আবাদ করেছিল তা থেকে ৫০ হাজার টাকা লাভ করেছে। সে বাউকুলের জমি আরও বৃদ্ধি করছে। নিজেই বাউকুলের চারা তৈরী করেছে। তাকে দেখে গ্রামের অন্যরাও বাউকুল আবাদ করা শুরু করেছে। বর্তমানে তার গ্রামটি বাউকুল চাষের জোন হিসাবে পরিনত হয়েছে। সব মিলিয়ে তার পরিবারের বর্তমান বার্ষিক আয় প্রায় ১,২৫,০০০ টাকা। তার মেয়েরা এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। সন্তানদের সে প্রায় প্রতিদিনই একটি ডিম ও দুধ খাওয়াতে পারে। বর্তমানে সমাজে তার মর্যাদা বেড়েছে। পরিবারটি এখন বিপদে-আপদে মানুষকে সহায়তা করতে পারে। গ্রামের যে কোন বিচার সালিশে তাকে ডাকে। বিভিন্ন উৎসবে সে আগের চেয়ে অনেক বেশী খরচ করতে পারে। এ পরিবারটি এখন যে কোন কাজই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে করে। এখন তাদের কোন কষ্ট নেই। পরিকল্পনা অনুসারে পরিশ্রম করে তাদের পরিবারকে আরও অনেক উপরে নিয়ে যেতে চায়। এ উন্নতির জন্য দীপশিখার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

A happy family

"We are grateful to Dipshikha for their help and to see the bright future of our family. Now we are happy" says Joynal Haque (45).

Joynal Haque is a poor farmer who lives in Aurjnahar village under Dipshikha IRD project area, Birganj, Dinajpur. His wife didn't involve any income oriented activity. They have two daughters. Previously they lived in a hut with very poor situation and economic condition was worse. When Dipshikha started family development activities in this village Joynal didn't feel any interest to join with its development process. He thought that only credit can't change the economic situation of a family. But when he knew detail about the "Family Development Approach" of Dipshikha then he felt interest and finally involved with the process on May 30, 2004. Joynal and his wife completed "Family Development Planning" workshop and prepared five-year development plan for their family.

As per FD plan up to now, this family implemented more than four projects like- cow rearing, wheat cultivation, poultry raising and BAU kul gardening by the financial and technical supports from Dipshikha. They also attended short training courses on wheat seeds production and poultry rearing arranged by Dipshikha. All the projects were implemented successfully. As a result their income increased. For example from BUA kul garden they made profit fifty thousand taka. Now he produces BAUkul saplings and sells them to the villagers. Already many gardens have been raised in the villages and the area became a BAU kul cultivation Zone. Haque installed a tube-well and sanitary latrine. They also constructed two houses with CI sheet and purchased television for recreation by the income. His daughter attends school regularly. They can purchase new clothes in social and religious festivals and their social status is increased. They are happy with the feeling that Dipshikha is their real friend to improve their livelihood condition.

হযরত আলীর দিন বদলের পালা শুরু

হযরত আলীর পূর্ব পুরুষের বংশ পরিচয়ে জানা যায় সে তালুকদার বংশের সন্তান। কালের বিবর্তনে এখন সেই তালুকদারীর কিছুই নেই, সম্পদ বলতে আছে শুধু ১৪ শতক জমির উপর পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া স্মৃতি বিজরিত বসবাস অযোগ্য ধ্বংশ প্রায় ইট সুরকির তৈরী একটি ঘর। একমাত্র ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পরিচালনার করে দিনমজুরীর উপর নির্ভর করে কোন মতে কষ্টে দিন চলে পরিবারটি। হযরত আলী বাস করে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার দেশীগ্রামে।

২০০২ সালে দীপশিখার আই.এফ.ডি. প্রকল্পের সক্রিয় সদস্য হিসাবে হযরত আলী শুরু করে ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রাম। দীপশিখা আয়োজিত "পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা" কর্মশালায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পদ ও সামর্থ অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদী পরিবার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধি মূলক কাজ হিসাবে বেছে নেয় হাঁসের ফার্ম গড়ে তোলার।

দীপশিখা থেকে হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রথম বছর দীপশিখার মাধ্যমে তিন মাস বয়সী ৫০টি খাঁকী ক্যাম্বেল জাতের হাঁস দিয়ে শুরু হয় তার ফার্ম। প্রশিক্ষণে শেখা কৌশল অনুযায়ী সে হাঁসগুলি সঠিকভাবে যত্ন নিতে থাকে। তার স্ত্রী ও ছেলে ফার্মে সাহায্য করে। হাঁসগুলি বড় হয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০টি ডিম দেয়া শুরু করে। এই ডিম বিক্রি করে সংসারের খরচ চালায়। এভাবেই শুরু হযরত আলীর দিন বদলের পালা। হাঁসের ডিম উৎপাদন এবং তা থেকে অর্থ উপার্জন বেশ লাভজনক দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে দিনমজুরী ছেড়ে দিয়ে হাঁসের খামারটি আরও বড় করবে। সে দ্বিতীয় বছর আবার ১০০টি বাচ্চা দিয়ে খামার শুরু করে। হযরত আলী খুব পরিশ্রমী এবং হিসাবী। বর্তমানে তার হাঁসের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫০০টিতে দাড়িয়েছে। সংসার চালানোর জন্য তাকে এখন আর অন্যের জমিতে/বাড়ীতে দিনমজুরী করতে হয় না। সারাদিন কাটে হাঁসের সাথে।

হাঁসের ডিম বিক্রি করে হযরত আলীর আয় অনেক বেড়েছে। বসবাস অযোগ্য জরাজীর্ণ ঘরটির জায়গায় একটি টিনের ঘর দিয়েছে। বাড়ীর আশ-পাশের খালি জায়গাতে বিভিন্ন জাতের কাঠ ও ফলের গাছ লাগিয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতন হযরত আলীর বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা দিয়েছে। বাড়ীর সকলে টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে। ছেলেকে

কলেজে পড়াচ্ছে। ছেলের লেখাপড়া যেন ভাল হয় তার প্রতি সে খুবই সচেতন। নিরক্ষর হযরত আলী ও তার স্ত্রী আশা করেন তাদের সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তাদের পূর্ব পুরুষের হারানো গৌরব ফিরে আনবে। তাদের পরিবারের এ উন্নতির জন্য দীপশিখার প্রতি তারা সবাই কৃতজ্ঞ। দীপশিখার কথা কোনদিনও ভুলবে না বলে জানিয়েছে।

Living condition of Hazrath Ali's family starts change

So far it is known that hereditary the forefather of Hazrath Ali was very rich (Takludar) family. But the changing of time, now they have no belongings or assets except only fourteen decimal of land and a very old house. There are three members in this family. He had no means of income other than laboring in other's land. He was among many who had to work hard to arrange daily food for his family. Ali lives in the village Desigram under Dipshikha IFD project area, Tarash.

In such a situation, Hazrath came in touch with Dipshikha development process under its IFD project. Both the husband and wife completed "Family Development Planning" workshop and prepared their FD plan for five-year on the basis of their present resources. As per plan, Ali attended a short training course on duck rearing and raised a mini duck farm with 50 ducklings by the supports of Dipshikha as an IG project. He properly applied knowledge received from the training and his wife also worked in the farm. After few days they got average forty eggs daily and sold them in the market. He made profit from his first project and decided to expand it and secondly they added 100 ducklings in their farm. They always stress on their hard labor and consider the FD plan as the key element of success. Their second project was also successful. So Hazrath decided to engage fulltime in his duck farm. At present there are five hundred ducks in his farm and their income increased by selling eggs.

From the income of their duck farm, they repaid the loan to Dipshikha and also constructed a new house with CI sheet. They planted different types of fruit and timber saplings at homestead area. He installed a tube-well and sanitary latrine. Though they are illiterate but they want to educate their son who reads in collage level and hope that one day they will convalesce their family heritage. Hazrath Ali expressed his gratefulness to Dipshikha for improving the living condition of his family.

একজন উদ্যোগী চাষীর কথা

বীরগঞ্জ উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের ছোট একটি গ্রাম সাতখামার। এই গ্রামের প্রান্তিক চাষী সামছুল তার বাবা-মা, স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে বসবাস করে। নিজের সামান্য জমিটুকু ও অন্যের জমি বর্গা করে যে ফসল পেত তা দিয়েই তাদের সংসার চলত।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দীপশিখার সহযোগিতায় গম গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১২৫ শতক জমিতে প্রদীপ জাতের গম চাষ করে। আর এ প্রকল্প হতে মোটামুটি লাভ হয় প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। এই কৃষক একসাথে এত টাকার গম আগে কখনও বিক্রি করেনি। সামছুল তার আয় থেকে একুশ হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে একটি ধান ও গম মাড়াই মেশিন ক্রয় করে। এ বছর আবারও প্রদীপ জাতের গমের আবাদ করার পরিকল্পনা তার রয়েছে।

প্রতি মৌসুমের সময় সামছুল নিজের ধান গম মাড়াই করার পাশাপাশি অন্যের ধান গম মাড়াই করেও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় করে। আর এ কাজের জন্য একজন লোকের প্রয়োজন হল। বর্তমানে তার বাড়ী ঘরের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে যেমন - তিনটি ঘরের মধ্যে দু'টি টিনের ঘর। পরিবারের সাবই বিশুদ্ধ পানি পান করে এবং স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে।

সামসুল দীপশিখার সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউকুল ও অন্যান্য সব্জির চাষ প্লট পরিদর্শনে ময়মনসিংহ যায়। সেখানে সব্জি চাষে প্লটের পাশাপাশি বাউকুলের বাগান ও বাউকুলের সাইজ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। সে মনে মনে ভাবতে থাকে অবশ্যই তাকে এ বাউকুল চাষ করতে হবে। তার মাথায় চিন্তা আসে একটি বাউকুল তার বাবাকে দেখাতে পারলে বাউকুলের বাগান করা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে। বিকেলে যখন সবাইকে খাওয়ার জন্য একটা করে বাউকুল দেয়া হয় তখন সামছুল তার কুলটি না খেয়ে বাবাকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসে। বাড়ী এসে পরিবারের সবাই মিলে বাড়ীর পাশের জমিতে বাউকুলের বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ বাগান থেকে প্রথম বছর যে বাউকুল হয় তা নিজের পরিবারের সবাই খায় ও আত্নীয়দের মাঝে বিনামুল্যে বিতরন করার পরও তার লাভ হয় প্রায় তিন হাজার পাঁচশত টাকা ।

দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার পর সামছুল তার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং সাফল্য তার ঘরে আসছে। আগে তার গ্রাম্য মহাজনের কাছে ধার-দেনা থাকত, বর্তমানে দীপশিখা ছাড়া অন্য কোথাও তার আর কোন ঋণ নেই। খাবারের ক্ষেত্রেও তাদের পরিবর্তন এসেছে। এখন তার পরিবারের খাবারের তালিকায় তিন বেলার একবেলা অন্তত মাছ, মাংস বা ডিম থাকছে। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগের জন্য তার মোবাইল ফোন আছে। গাম্য সালিশে তার ডাক পড়ে। পরিবারের যে কোন কাজে সিদ্ধান্ত পরিবারের সবাই মিলে নেয়। এ পরিবারটি এখন বিপদে-আপদে মানুষকে সহায়তা করতে পারে। পরিবারটিতে এখন আর অভাব নেই। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা হল সন্তানকে পড়া-লেখা শেখানো। পরিশ্রম করে তাদের পরিবারকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া। দীপশিখার সহযোগিতার জন্য সামসুল ও তার পরিবারের সবাই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

Few words of an enterprising farmer

Samsul is a marginal farmer who lives in the village Shatkhmar of Moricha union council under Dipshikha IRD project area. His family is consisted of five members. Samsul cultivates their own piece of land and also works as day laborer and struggling hard to manage daily food for the family members.

As per FD plan and by the help of Dipshikha, Samsul completed a short training course on wheat cultivation from the "Wheat Research Center" Dinajpur and cultivated wheat in his own land. From this project he got satisfactory wheat production and after selling he got forty five thousand taka that he never sees this huge amount of money at a time before. And from the income, he purchased a thrasher machine with taka twenty one thousand. Every season, Samsul also uses this machine for earning purpose and yearly he gets about twenty five thousand taka. From this income he built two tin shad houses, installed tube-well and sanitary latrine at his house. Now all members of his family use latrine and drink safe water.

Besides, Samsul went to visit Bangladesh Agricultural University to observe BAU kul and vegetables cultivation plots. By seeing the production of BAU kul and vegetables, he was surprised and decided to make a BAU kul garden in his land. He thought that how to convince his father to implement the decision. He bought a BAU kul from the University to show his father. After seeing it, his father gave permission and they raised a BAU kul garden. First year they eat some and distributed among the villagers, relatives and some sold in the market about three thousand taka.

After involving with Dipshikha development activities, Samsul strongly follows the FD plan and hardworking to implement the planned projects to increase income. He took financial supports from Dipshikha and after completion of the projects he repaid the loan in time. Now he can arrange good food for the family members. They take decision regarding any family matter jointly. This family also helps the neighbors. His social dignity increased. Samsul wants to educate his son and more improvement of his family. This family expressed their gratefullness to become a development partner of Dipshikha which changed their life like other partner families.

ধামাইনগর আদিবাসীদের মন্দিরের জমি দখলকারীকে উচ্ছেদ ও জমি উদ্ধার

বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বসবাস। সিরাগঞ্জ জেলার তাড়াশ ও রায়গঞ্জ উপজেলায় ১০২টি গ্রামে ১৮টি আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন-উরাঁও, মাহাতো, সিং, তেলী, মাহালী, সাঁওতল, মুরারী, মালো, রাই, ভুমিজ, মালপাহাড়ী, রবিদাস, কনকদাস, তুরি, কর্মকার রুহিদাস, ভুইয়া বেদিয়া এবং মাহাতেদের বসবাস।

বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে দীপশিখা অনগ্রসর গণ উন্নয়ন (এজিইউ) প্রকল্প ২০০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ৩১টি গ্রাম প্রকল্পের আওতাভূক্ত করে। ৩১টি গ্রামের মধ্যে ধামাইনগর একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। ধামাইনগর গ্রামে মোট ১১৩টি পরিবার ও লোকসংখ্যা প্রায় ৬৮৯ জন। এই গ্রামে মূলত: মাহাতো, মালো, সিং, রাই, সাঁওতাল এবং মুরারী সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম এবং অধিকাংশ লোকজন দিনমজুর। দীপশিখা এজিইউ প্রকল্পের কাজ শুরু থেকে প্রত্যেকটি গ্রামে ভিডিসি ও এলওএফ কমিটি গঠন করা হয়। সিডি ওয়ার্কারা প্রত্যেকটি গ্রামে প্রতিটি কমিটির সংগে নিয়মিত মিটিং করে থাকে। মিটিং-এ আলোচনার বিষয় সমূহ হল- ভূমি অধিকার ও গোষ্ঠিগত ভূমি অধিকার, জমির খারিজ, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইত্যাদি। ধামাইনগর গ্রামের বাবু বিনয় মাঝিকে ভূমি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সে ধামাইনগর আদিবাসী অধিকার কেন্দ্রের (এআরসি) কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য এবং বিভিন্ন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি বর্তমানে ধামাইনগর গ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ধামাইনগর ইউনিয়নের আওতাধীন ধামাইনগর গ্রামে পূর্বপুরুষ থেকে আদিবাসীরা কালিমন্দিরে যার দাগ নং ৯৪৯ ও ৯৫০ পূজা-পার্বন করে আসছে। ৯৪৯ নং দাগে জমির পরিমান ৪৬ শতক এবং ৯৫০ নং দাগে ৫ শতক জমি আছে। উল্লেখিত ৯৫০ নং দাগে ৫ শতক জমির উপর ৮/১২/২০০৮ইং তারিখে গ্রামের অ-আদিবাসী মো: হাকিম ও মো: বদিউজ্জামানের সহযোগিতায় ঘর তোলেন মো: জমসের আলী। জমসের আলীর পূর্বে বাড়ী ছিল টাঙ্গাইল জেলায়। সে দু'মাস পূর্বে এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। হঠাৎ করে এক রাতের মধ্যে কালি মন্দিরের পার্শে উক্ত জমির উপর বাড়ী তোলে এবং বসবাস আরম্ভ করে।

ভিডিসি কমিটির সভাপতি বাবু বিনয় মাঝি ও সম্পাদক প্রানেশ মুরারীর নেতৃত্বে গ্রামের লোকজন ডেকে একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ঐ বাড়ী ভেঙ্গে দেয়ার। কিন্তু কিছু কিছু লোক দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা প্রস্তাব দেন যে, ইউপি সদস্য মো: রমজান আলীর সংগে পরামর্শ করা দরকার। তখন গ্রামের উপস্থিত লোকজন ইউপি সদস্য মো: রমজান আলীর বাড়ী যায়। মো: রমজান আলী কোন সিদ্ধান্ত দিতে না পারায় তিনি পরামর্শ দেন বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান মো: রহমত আলীর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। চেয়ারম্যান বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তিনি ইউপি সদস্যকে বিষয়টি সম্পর্কে সত্যতা যাচাই করার দায়িত্ব দেন। তারপর ইউপি সদস্য সত্যতা যাচাই করে দেখেন যে, বাড়ীটি মন্দিরের জমির আওতায়। এরপর ইউপি সদস্যের সহযোগিতায় গ্রামের সকল আদিবাসী লোকজন ঐ বাড়ীটি ভেঙ্গে দেয় এবং বাড়ীর সমস্ত আসবাব পত্র টিনসহ ইউপি সদস্যের বাড়ীতে জমা দেয়। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যের সহযোগিতায় ইন্ধন যোগানদানকারীদের নামগুলো প্রকাশ পায় এবং অবৈধ বাড়ীর মালিক ভুল স্বীকার করে বাড়ীর সকল আসবাব পত্র নিয়ে যায়। এখন মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ধামাইনগর কালি মন্দির নামেই পরিচিত।

দীপশিখা অনগ্রসর গণ-উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তারই ফলে আদিবাসীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তাদের অধিকারগুলি আদায় করে নিতে পারছে। দীপশিখার এ কার্যক্রমের জন্য তারা কৃতজ্ঞ।

Adivashies experienced that Unity is Strength

We are aware that the Adivashi communities dwell in the plain lands are almost double than the Adivashi communities in the hill areas of Bangladesh. Among the plain land in the northern parts of Bangladesh, there are 18 different Adivasi communities dwell in 102 villages of Tarash and Raiganj Upazilas of Sirajganj District where Dipshikha in implementing the "Dipshikha Anogroshor Gana Unnayan Project" (AGUP) since 2006. According to the survey conducted in 2007 in Tarash and Raiganj Upazila, these Adivasi communities were identified as: Uroan, Mahato, Shing, Telee, Mahali, Santal, Murary, Malo, Rai, Bhumiza, Malpahari, Robidas, Konokdas, Turi, Karmaker, Ruhidas, Bhuyan and Bedia. Among them Dipshikha AGUP activities are being implementing among 31 villages.

The basic activities of Dipshikha AGUP are to form Village Development Committee (VDC) and LOF Committees in each village. Arrange meeting, seminars, discussions, etc. for motivational purposes, educational activities and provided training for skill development especially, land related and good governance issues. These VDCs and LOFCs hold regular meetings and discussion sessions. The Community Development Workers (CDCs) regularly attend the meetings and discussion sessions of the VDCs and LOFCs. Discussions were held on different subjects like- Land rights, community based land rights, mutation of land, importance of savings, child marriage, dowry, etc.

Dhamainagar is one of the poorest villages of 31 working villages in the area with 113 families and almost 689 dwellers. The dwellers in this village are mainly belongs to Malo, Mahato, Shing, Rai, Santal and Murari communities. Almost all the Adivashies in these villages are hand-to-mouth day-labourers, education rate is very low and disadvantaged. The people of this village engaged with the Dipshikha AGUP activities and determined to change their meager situation.

There was a Kali-Temple in the village. Adivasies in this village conventionally offered their worship to the Kali Goddesses in the temple. The land of the temple was in 2 plots as plot 949 with 46 decimal lands and plot 950 with 5 decimal lands. Md. Jomser Ali grabbed the plot 950 with 5 decimal lands of Kali-temple and built house within the night on December 08, 2008 with the support of 2 Non-Adivasi villagers named Md. Hakim and Md. Bodiuzzaman. Md. Jamser Ali came to this village before 2 months. Before, he lived in Tangail District by the Jamuna riverbank. Their homestead was disappeared into the river during last rainy season. The Jamser family was living in the land of Kali-temple without noticing the interests of the devotees as the vested interested group supported them.

Adivasi Babu Binoy Majhi is one of the active members of the Adivasi Adhikar Kendra (Adivasi Right Centre). He received training on Adivasi Land Rights from Dipshikha. Babu Majhi is also the Chairman of the Village Development Committee (VDC) of this (Dhamainagar) village. He and Pranesh Kumari (general secretary of VDC) mobilized the Adivasies in the village and created a strong unity to fight against the Kali-Temple's Land grabber. They discussed the matter with Md. Romjan Ali, Member, local Union Council. He was unable to solve the matter. All the Adivasies in the village continued pressuring to release the land from the grabber. Finally, they contacted Md. Rahamat Ali, Chairman, Dhamainagar Union Parishad and released the Land of Kali-Temple from the grabber. Md. Romjan Ali, Member, local Union Council helped them to take return the land for the temple.

The vested interests people were identified and the land grabber confused that he was illegally living in this land with the help of those vested interests people. The Adivasies of Madhainagar village was united by the Dipshikha AGUP activities and this unity is leading them towards change of their day-to-day live.

ফেরিওয়ালা শুকুর আলীর সামনে এগিয়ে চলা

এক সময় শুকুর আলীর বাড়ী ছিল টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর এলাকায়। যুমনা নদীর ভাঙ্গনের ছোবলে বাড়ী-ঘর সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে ছয় বৎসর পূর্বে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার গোথিতা গ্রামের জয়সাগর পুকুরের উত্তর পাড়ে খাস জমিতে এসে বসতি স্থাপন করে। শুকুর আলী পেশায় একজন ফেরিওয়ালা। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তার ব্যবসা চালাতে খুব কষ্টে হত। পুঁজির অভাবে প্রয়োজনীয় মালামাল কিনতে না পারায় প্রতিদিন দোকান নিয়ে বাহিরে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না। এতে করে তার ব্যবসা থেকে উপার্জিত টাকায় সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হত।

২০০৭ সালে একদিন উক্ত গ্রামে কর্মরত দীপশিখার কর্মী তার বাড়ীতে গিয়ে তার সাথে কথা বলে। কর্মীর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় দীপশিখার সাথে কাজ করার। প্রকল্পে যুক্ত হবার পর যথারীতি স্বামী-স্ত্রী দীপশিখার আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী " পরিবার উন্নয়ন" কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পদ ও সামর্থ অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদী পরিবার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য মনোহারী ব্যবসাকে বেছে নেয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতে শুরু করে। তার জামানো টাকা এবং দীপশিখা থেকে লোন নিয়ে সে তার মনোহারী ব্যবসা শুরু করে। দীপশিখা থেকে সে "ব্যবসা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেয়।

দীপশিখার আর্থিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে ব্যবসা থেকে শুকুর আলী তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখে।

দীপশিখা থেকে শুকুর পাপড় তৈরীর প্রশিক্ষণ নেয়। সে ও তার স্ত্রী বাড়ীতে পাপড় তৈরী করে তা অন্যান্য জিনিসের সাথে ফেরী করে শুকুর গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে। একই সাথে তার দুটি ব্যবসা চলতে থাকে। ব্যবসার লাভ দিয়ে সে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা নিয়মিত জমাও করে। আর জমানো টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করে। এভাবে দু'বছর নিজেই ব্যবসা পরিচালনার পর বর্তমানে তার ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। তাই তাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনজন সহযোগী নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে সব খরচ বাদ দিয়ে তার ব্যবসা থেকে মাসিক গড়ে প্রায় চার হাজার টাকা আয় হচ্ছে এবং বলা যায় তার আর্থি অবস্থা এখন কিছুটা স্বচ্ছল। তার মাধ্যমে সহযোগী তিনটি পরিবারও উপকৃত হচ্ছে। শুকুর আলী পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিয়মিতভাবে মাটির ব্যাংকে টাকা জমায় এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় হিসাবে একটি বীমা পলিসি খুলেছে। এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। স্বামী-স্ত্রী ও তিন ছেলে। বড় ছেলে দীপশিখা প্রিপারেটরী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্র। এখন তার ইচ্ছা ছেলে তিনটিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তার স্বপ্ন ভবিষ্যতে একটি বড় এবং স্থায়ী মনোহারী দোকান দেয়া। তার এ উন্নয়নের জন্য শুকুর আলী দীপশিখার নিকট কৃতজ্ঞ। সে জোর দিয়ে বলল যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে উন্নতি হবেই।

Advancement of Hawker Sukur Ali

Sukur Ali was living in Bhuapur, Tangail District near Jamuna River. The landslip of Jamuna River snatched everything from Sukur Ali. Being all his properties gone into the river, he took shelter in the north bank of the Joy Sagor pond village Gothitha, Raiganj, Sirajganj in 2002. Now he is living with his family in the Khash Land. He is professionally a small businessman (Hawker). He carries variety items of goods house to house in the village and sells. But took shelter empty handed in this village. There was nothing for him. He survived with the scanty income as passing inhuman days with his family.

During starting of Dipshikha project in the Raiganj Upazila in 2007, this family was identified as per the selection criteria of Dipshikha. Dipshikha Fieldworker visited this family to understand their interest to be involved with the project activities. They accepted the opportunity and the couple attended the "Family Development Planning Workshop" for 2 days. Through deeper analysis and scrutiny of their overall situation of the family they prepared a 5-year development plan for their family. They selected to start a small scale grocery business (Hawker) as immediate "Income Generating Activity (IGA)". According to their business plan they saved their own contribution for the business in the mud-pot. In the meantime, Dipshikha arranged "business development" training for him. After the training was completed, he started the IGA with a matching capital of 80% from Dipshikha and 20% from his savings. He was doing well by utilizing the knowledge from the training and being a hard-work.

On the other hand, Sukur's wife took "Papodr making" (dry-food) training from Dipshikha. So, she makes the "Papodr" at home by the side of looking after all the household activities and her husband sells them. This was an extra income source of Sukur's family. The couple is very hard working. They properly implemented their development plan and utilized the loans skillfully. Within the years, they are able to save a little money from the income after maintaining the

family expenditure. From the savings money they purchased a cow. Later on he increased the business.

The present situation of Mr. Sukur Ali is his dreamt future. The continuous efficient efforts of the wife and husband are widening their development process. They do not starve. Good regular income from the business is possible as he already employed 3 persons in his expanded business. The housing condition was improved. They have 3 sons. Their elder son attends Dipshikha preparatory school.

The future dreams of Mr. Sukur Ali and his family are (1) their children will get higher education, (2) have their own nice house and (3) have a permanent grocery shop.

Mr. Sukur Ali and his family expressed their thanks and gratitude to Dipshikha. They said that Dipshikha gave them 2 ever-most valuable things- (1) to dream for the future and (2) planning the dream for proper implementation. If these 2 things clearly exist in the family, the positive change will be obvious.

আত্মপ্রত্যয়ী লোকমান

মো: লোকমান হোসেন, স্ত্রী মোছা: রাশেদা বেগম, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাদের এই পরিবারটি বাস করে মরিচা গ্রামে। গ্রামটি দীপশিখার আইআরডি প্রকল্প এলাকা বীরগঞ্জ উপজেলায়। অভাব-অনটনের মধ্যে তাদের দিন অতিবাহিত হত। অন্যের জমিতে মজুরী দিয়ে যে আয় হত তা দিয়েই সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হত। বড় ছেলেটিকে অর্থের অভাবে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বেশী পড়া-লেখা করাতে পারেনি। বসত ভিটেও অন্যের দাক্ষিণ্যে। ২০০৩ সালের ২৬শে অক্টোবর সে দীপশিখার সদস্যপদ লাভ করে। এনজিও-এর কার্যক্রম পছন্দ করত না। তাই বিভিন্ন এনজিও তার গ্রামে কাজ করলেও যুক্ত হয়নি। দীপশিখার কর্মীদের কাছে সংস্থাটির কাজ সম্পর্কে জেনে সে আকৃষ্ট হয় এবং সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার পর পরিবার উন্নয়ন কর্মশালায় স্বামী-স্ত্রী অংশগ্রহণ করে তাদের পরিবারের উন্নয়নের জন্য ৫ বছরের পরিকল্পনা তৈরী করে। কর্মীরা নিয়ম অনুযায়ী তার খোঁজ-খবর নেয়। তার প্লান অনুযায়ী একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে থাকে। দীপশিখায় সাথে কাজ করার পূর্বে তার বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে তার বার্ষিক আয় প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা।

দীপশিখার সহযোগিতায় এ পরিবারটি গমের বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদন, মুরগী পালন, মুগ ডাল চাষ ও গরু পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সে প্রতি বছর গমের বীজ সংরক্ষন করে। গমের বীজ সংরক্ষণের জন্য দীপশিখার সহযোগিতায় সে প্রথম বছরে ২টি ড্রাম নেয়। পরবর্তীতে সে নিজেই পলিথিনের ব্যাগ সংগ্রহ করে গমের বীজ রাখে। এভাবে ২০০৮ সালে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকার গম বীজ বিক্রি করে। ২০০৫ সালে দীপশিখার সহযোগিতায় গম গবেষণা কেন্দ্র হতে ধান ও গম মাড়াই যন্ত্র পায়। যা থেকে তার বছরে প্রায় ৩০/৩৫ হাজার টাকা আয় করে। মৌসুমের সময় এ মাড়াই যন্ত্র চালানোর কাজে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে। তার স্ত্রী রাশেদাও বসে নেই, দীপশিখার সহযোগিতায় ফাউমি ও সোনালী জাতের মুরগী পালন করে সংসারের খরচ যোগায়। পাশাপাশি স্বামীকেও কৃষি কাজে সহায়তা করে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবছর দীপশিখার সহযোগিতায় সে একটি করে গরু কিনেছে। বর্তমানে নিজের ও দীপশিখার সহযোগিতা কেনা সব মিলিয়ে তার মোট ১১ টি গরু আছে। সবগুলো গরু সে ৯৬ হাজার টাকায় বিক্রি করে।

অপরদিকে কৃষি জমি থেকে ৬৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করে মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিয়ে লোকমান হোসেন ৪০ শতক জমি ক্রয় করে।

দীপশিখায় সাথে কাজ করার পূর্বে এই পরিবারটি তিন বেলা খেতে পারতো না, বর্তমানে সে প্রতিদিনই মাছ ভাত খেতে পারছে। সপ্তাহে একদিন মাংসও খেতে পারে। তার স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের সে প্রতিদিনই দুধ, ডিম খাওয়াতে পারে। পড়া-লেখার খরচ দিতে এখন তার কোন সমস্যাই হয় না। দীপশিখায় যুক্ত হওয়ার পূর্বে তার লেট্রিন কিংবা টিউবওয়েল ছিল না। বর্তমানে দীপশিখার সহযোগিতায় সে তা যোগাড় করেছে। বর্তমানে সমাজে তার মর্যাদা বেড়েছে। এ পরিবারটি এখন বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাড়ায়। গ্রামের যেকোন বিচার সালিশে তাকে ডাকে। বিভিন্ন উৎসবে সে আগের চেয়ে অনেক বেশী খরচ করতে পারে। এ পরিবারটি এখন যে কোন কাজই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে করে। তাদের বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভাল । দীপশিখার প্রতি পরিবারটি কৃতজ্ঞ।

Self-determined Lokman

Md. Lokman Hossain and Mos. Rasheda Begum have two sons and one daughter in their family. They live in the village Moricha. To feed the family and meet the expenses he had to work as day labour besides doing his own work. Even the household is on someone else's land. He had to take his elder son out of school due to financial constraint. On October 26, 2003 he became a member of Dipshikha. He did not have positive impressions about NGOs thus even though there were NGOs working in his area he did not join them. Upon knowing about Dipshikha and its work from the workers' he decided to join the organization. Afterwards he along with his wife participated in the family development workshop and prepared the five year plan. They started implementing different projects according to the family development plan and with the assistance of Dipshikha staff. His family's yearly income was below Taka 30,000 before joining Dipshikha which had risen up to Taka 1,50,000 at present.

The family took training on wheat seeds production, mugh dal cultivation, poultry birds and cow rearing. Now he collects wheat seeds every year. First time he took two drums with the assistance of Dipshikha to store the seeds and in consecutive years he collected polythene at his own initiative to store them. In 2008 he sold more than Taka 50,000 worth wheat seeds. He received a wheat thresher machine from Wheat Research Institute in 2005 on Dipshikha's recommendation. Every year he earns 30-35 thousand taka by threshing farmers' wheat of the area. He also employs people during the harvest season to run the machine. His wife Rasheda is also contributing a great deal in the family income by rearing 'faumi' and 'sonali' variety chicken and also from where she bears some of the family expenses.

Lokman and Rasheda bought cows every year and had eleven cows. They sold it for a total of Taka 96,000. On the other hand he earned Taka 64,000 from agricultural works. After summing up the money he could buy 40 decimal of own land for Taka 1,60,000.

Upon joining Dipshikha now he has the ability to spend money to fulfil the nutrition needs of the family. Now they can afford fish almost once a day and meat once a week and can provide their children with eggs and milk as part of everyday protein. He does not face any problem to pay the expenses of the children's schooling. They also installed their own latrine and tube-well after

joining Dipshikha. They are more receptive in the society now. Combined decision making is practiced in the family at present.

জীবন কাহিনী

"আমার পরিবার উন্নয়নে দীপশিখার নিকট আমি ঋণী। দীপশিখার কথা কখনও ভুলতে পারব না"- কৃতজ্ঞতার সুরে কথা গুলি বলছিল মিসেস প্রমিলা বালা, যে কিনা আজ থেকে প্রায় তের বছর আগে দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ পরিবারের গৃহিনী প্রমিলা বালা বাস করে দুই ছেলে এবং স্বামীকে নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম রাজুরিয়ায়। স্বামী অন্যের জমি বর্গা চাষ করে যে ফসল ফলাত তা দিয়ে মাত্র কয়েক মাস চলত। বাকি মাসগুলি মজুরী বিক্রি করে যা পেত তা দিয়ে কোনমতে সংসার চলত। তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের কোন উপায় দেখছিল না। নিজেদের এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন পার করছিল।

এমন সময় প্রমিলা বালা তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারে দীপশিখার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর কথা। প্রতিবেশীর সহায়তায় নিজে উদ্যোগী হয়ে একদিন দীপশিখার মাঠ কর্মীর সাথে দেখা করে এবং কিভাবে দীপশিখার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে জেনে নেয়। স্বামীর সাথেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে এবং তার সমর্থন পায়। গভীর আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং স্বপ্ন নিয়ে তার মত আরও কয়েকজন উদ্যোগী মহিলাকে এক সাথে করে ১৯৯৬ সালে গঠন করে "সোনালী মহিলা দল" নামে একটি উন্নয়ন সহযোগী দল। দীপশিখার মাঠকর্মীর নিকট থেকে দল পরিচালনার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জেনে নেয়। প্রতি সপ্তাহে তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসে আলোচনা করে কিভাবে এবং কোন কাজ করলে তাদের আয়-উন্নতি হবে, বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে কিভাবে মুক্ত থাকতে পারবে প্রভৃতি বিষয়ে এবং প্রতি সদস্য নিজেদের মুলধন গঠনের জন্য কিছু কিছু জমা করে। প্রমিলা বালা প্রথম ঋণ হিসেবে ৩,০০০ টাকা নেয় কাঁচা মালের ব্যবসা করবে বলে। প্রতি সপ্তাহে স্বামী বাজারে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল ক্রয় করে এবং সে বাজারেই তা বিক্রি করে বেশ লাভ করে। এভাবেই তাদের সাফল্যের চাকা সামনের দিকে ঘুরতে থাকে। পরে তারা পরিকল্পনা করে গরু মোটাতাজকরণ প্রকল্প নিয়ে। বিষয়টি দীপশিখার মাঠকর্মীর সাথেও আলোচনা করে এবং দ্বিতীয় লোন হিসেবে ৪,০০০ টাকা পায়। এ প্রকল্পটিও ছিল বেশ লাভজনক। ইতিমধ্যে তার ছেলেরা লেখা-পড়ায় এগিয়ে যায়। বড় ছেলে ইংরেজীতে গ্রাজুয়েশন করছে এবং ছোট ছেলে ৮ম শ্রেনীতে লেখা-পড়া করছে। নিজেদের চেষ্টায় এবং দীপশিখার সহযোগিতায় তাদের লেখা-পড়ার খরচ চালিয়ে যায়।

প্রমিলা বালার উন্নয়নের গতি থেমে নেই। পর পর প্রতিটি প্রকল্পের সফলতায় তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কাজের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস আরও বেরে যায়। পর পর দু'বার গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প সফলভাবে বাস্ত বায়ন করে প্রায় ৮,০০০ টাকা লাভ করে। বর্গা জমির ফসল এবং দীপশিখার সহায়তায় গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পগুলি সফল ও বাস্তবায়ন তাদের পরিবারের দারিদ্রতা দূর হতে থাকে।

এ পর্যায়ে প্রমিলা বালা ও তার স্বামী আলোচনা করে তাদের পরিবারের উন্নয়ন প্রকল্পের ধারায় পরিবর্তন আনে। তারা চিন্তা করে একটি গাভী কিনবে যা থেকে দৈনিক আয় আসবে এবং গাভীর দুধ খেয়ে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটবে। তাই নিজের আয় থেকে ৪,০০০ টাকা এবং দীপশিখা থেকে ৯,০০০ টাকাসহ মোট ১৩,০০০ টাকা দিয়ে বাছুরসহ একটি গাভী ক্রয় করে। প্রতিদিন ২/৩ লিটার দুধ বিক্রি করে সংসারের এবং ছেলেদের লেখা-পড়ার খরচ মিটিয়ে ঋণের

টাকা পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয় না। বাড়ীতে বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপর ব্যবস্থা করেছে। পরিবারের সবাই এখন পায়খানা ব্যবহার করে। পরিবারের জীবন-মানে এসেছে পরিবর্তন। আরও বাড়তি আয়ের জন্য প্রমিলা বালা হাঁস-মুরগী এবং ছাগল পালন করছে। এর আয় থেকে নিজের চাহিদা ও পছন্দমত জিনিস কিনছে। তাদের পরিবার এখন আগের চাইতে অনেক ভাল অবস্থানে এসেছে। আর এর পিছনে রয়েছে দীপশিখার সহযোগিতা।

Self-esteemed Promila

"I am owed to Dipshikha for development of my family. I will never forget Dipshikha" these high appreciating words were uttered by Mrs. Promila Bala. She is involved with the Dipshikha development process since 13 years as a group member. She is a housewife, her husband is an agricultural labour and their 2 boys are students. The elder son reads completed graduation in English and the younger son reads in class VIII. They live in the village Rajuria, 9 No. Azimpur Union Parishad, Birol, Dinajpur. They do not have any cultivable land. Her husband cultivates other's land as share-cropping system. Half of the production from the land was given to the landowner and the other half they go but that was not sufficient for their family. So, he has to sell labour also in other agricultural fields. They were very much scared about their and their children's future.

Promila was motivated to participate with the Dipshikha development process in 1996. She discussed the matter with her husband. She learnt from the Dipshikha Fieldworkers the proper process to be involved with Dipshikha. With full of hope, vigor and enthusiastic Promila did the groundwork among the women in the village. Although there was no charismatic leadership in her but she could motivate the village women to be formed into groups to fight against the cruel poverty and social inauspicious issues. They took the help of Dipshikha Fieldworker to form a group process-wise. All the interested and courageous women in the village were formed into group. Name of their group is "Sonali Mohila Dol" (Golden Women Group). This group of women hold weekly meeting in a common place. The Dipshikha Fieldworker assisted them to follow the meeting procedure and group activities. They discussed different problems and issues related to their village. The basic discussion matters were like- rules and regulations about group activities, respective barriers for their low income, how to increase the income, how to remain safe from different diseases. They took the savings scheme in the group and saved money in the account every week.

Promila Bala started vegetable business in a small scale by taking Tk.3,000.00 credit from Dipshikha. Her husband helped her to collect vegetables from the wholesale market to sell them in the retail market. In between, they earned a good amount. The second loan she took Tk.4,000.00 which she invested for one cow-fattening. From this she had profit of Tk.8,000.00. Her regular income from the vegetables business and at-a-time profit from cow-fattening leaded her family towards the economic solvency. Now she can maintain education costs for their sons and family's other expenditures according to their need. While their needs were anyhow fulfilled, there are new expectations piping in mind. Promila Bala is also determined to fulfill those expectations. For this purpose they purchased a milking cow with calf by Tk.13,000.00. To purchase this cow they saved Tk.4,000.00 and took loan from Dipshikha Tk.9,000.00. They decided to purchase the cow to have an additional regular income and also get nutrition by drinking milk. They daily sell 2/3 kg of milk. She also rear ducks, chicken and goats at home.

The standard of living of Promila's family is now improving vey fast. She has no tension regular repayment of the credit installments. They can purchase their desired things. They use safe-water from their own tube-well and all of the family members use sanitary latrine. The life of the Promila's family was changed a lot with the Dipshikha involvement.

আব্দুর গফুরের জীবন কাহিনী

সংসারে দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোনরকমে দিন কাটাত আব্দুর গফুর। ছিলনা কোন আবাদি জমি। সংসারে সেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নিজে কিছু চানাচুর আর বিস্কুট নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করত আর তা থেকে দিন শেষে যে আয় হতো তাতেই কষ্টে আর অভাবের মধ্যে দিনগুলি চলে যেত।

এমন সময় দীপশিখা আই.এফ.ডি প্রকল্প সরাপপুর গ্রামে কাজ শুরু করলে মাঠকর্মীর সাথে আব্দুর গফুরের দেখা হয় এবং দীপশিখার কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে সে সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অতঃপর একদিন সে দীপশিখা সংস্থায় সদস্য পরিবার হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমে স্বামী-স্ত্রীকে দু'দিনের "পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা" কর্মশালায় ডাকা হয়। কর্মশালায় এসে তারা পরিবার উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অংশগ্রহণ করে পাঁচ বৎসর মেয়াদী পরিবার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। গফুর পরিকল্পনা অনুযায়ী দীপশিখার সংশিষ্ট কর্মীর সাথে আলোচনা করে একটি গরু কেনার জন্য সঞ্চয় করতে থাকে। নিজের সঞ্চয়ের নয়শত টাকা এবং দীপশিখা থেকে লোন হিসেবে দুই হাজার ছয়শত টাকা মোট তিন হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে ২০০৫ সালে একটা বাছুর গরু কেনে। বাড়ীতে তার স্ত্রী গরুটি দেখাশুনা করতে থাকে। আর গফুর তার আগের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রায় এক বছর পর গরুটি বার হাজার টাকায় বিক্রি করে। গরু বিক্রির লভ্যাংশের সাথে সংসারে জমানো আরও কিছু টাকা যোগ করে মোট ১৬ হাজার টাকায় এক বিঘা আবাদি জমি বন্ধকী রাখে। এরপর গফুর পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকল্পের বিষয় নিয়ে দীপশিখার কর্মীর সাথে আলাপ করে মোট সাত হাজার ছয়শত টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে। নিদিষ্ট সময় পর গরুটি প্রায় ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে তার লভ্যাংশ এবং নিজের সঞ্চয়ের কিছু টাকা মিলিয়ে বাড়ী সংলগ্ন ২.৫ কাঠা জমি ক্রয় করে। গরু পালন লাভজনক খাত হওয়ায় গফুর তৃতীয় প্রকল্পও গরু পালন করা উপর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি বকনা গরু কিনে এগার হাজার পাঁচশত টাকায় যার মধ্যে দীপশিখা থেকে লোন নেয় দশ হাজার টাকা। পরিবারের সবাই গরু পালনে খুব যত্নশীল। বর্তমানে তাদের গাভীটি চার মাসের গর্ভবতী যার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় বিশ হাজার টাকা। আব্দুর গফুর তার পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে খুবই সচেতন তাই বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সেট বসিয়েছে। বাড়ীর সবাই পায়খানা ব্যবহার করে। তার বড় ছেলে অভাবের কারণে লেখা-পড়া বন্ধ করেছিল। এখন সে দীপশিখা প্রিপারেটরী স্কুলে নিয়মিত যাচ্ছে।

দীপশিখা থেকে সে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা, ধানের বীজ এবং বিভিন্ন শাক্-সব্জীর বীজ নিয়েছে। এমনকি যখন কোন বিষয়ে পরামর্শ দরকার মনে করে তখনই সে ছুটে যায় দীপশিখার কাছে। এখন আব্দুর গফুরের কষ্টের দিন আর নেই। তার বিশ্বাস দীপশিখার সাথে আর কয়েকটি বছর কাজ করতে পারলে সে নিজে চলতে পারবে। সে নিজে দীপশিখা থেকে ইতিমধ্যে ব্যবসার প্রশিক্ষণ নিয়ে তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মাফিক গরু পালন, কৃষিকাজ চালিয়ে যাবে এবং পূর্বের ব্যবসা নিদ্দিষ্ট একটি স্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার ছেলেদের শিক্ষিত করবে। তার পরিবারের এ উন্নতির জন্য গফুর দীপশিখার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সে বলেছে পরিকল্পনা মাফিক কাজ এবং পরিশ্রম করলে

পরিবারের আয়বৃদ্ধি পাবেই। এতক্ষন যার জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হল তার বাড়ী সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম সরাপপুরে।

Success story of a hawker

There are four-member in the family and have no cultivable land. He sold chnachur and biscuits through his mobile shop in village to village whole day and from that income he bought food for his family members. That was the only source income source of the family and whenever he was not able to sell the things, that day the stove of the family was not burn.

The name of this family head is Abdur Gaffour. In such a situation, he came in touch with a Field Staff of Dipshikha in his own village Sorappur. After knowing about the development activities of the organization, he felt interest to involve with its process. Abdur Gaffour and his wife was completed "Family Development Planning (FDP)" workshop in Dipshikha and prepared five-year development plan for their own. As per plan and by the supports of Dipshikha he initiated the first project for cow rearing in 2005. But he didn't stop the hawker business. His wife looked after the cow. After one year they sold the cow worth Tk. twelve thousand and made profit. From the profit of the first project they leased 50 decimal of cultivable land. Gofur built confidence by implementing the first project.

They discussed with the Field Staff about the second project and received financial supports from Dipshikha. The second project was same and they purchased a cow about taka seven thousand six hundred. After a certain period of time, they sold it worth taka fifteen thousand and repaid the loan to Dipshikha and the rest money was used to purchased 2.5 decimal of land near the house. Gaffour found that cow rearing is a very profitable business, so for the third time he also used the credit money for the same purpose. All the members of the family are conscious and skilled about their project. At present the cow is pregnant which market value is about taka twenty thousand. The family use latrine and drinks safe water. The elder son who stopped attending school due to financial disability and now he is regular in Dipshikha Pre-Preparatory. They want to educate their children.

This family took different assistance from agriculture component like- paddy and vegetable seeds, technological advise, etc. Abdur Gofur is very confident that independently he will go ahead after 2/3 years. In the mean time he completed business promotion training from Dipshikha. His future plan is to continue cow rearing project and cultivatie rice in his own land. He also wants to establish a permanent shop in the market instead of hawker business. Gofur is very much grateful to Dipshikha for the development of his family. He said, ***"following plan and hardworking must increase the income of a family."*** The family lives in sorappur village under Tarash Upazila of Sirajganj district.

পরিকল্পনা আর পরিশ্রমই পরিবারের উন্নয়ন আনে

বীরগঞ্জ উপজেলার শতগ্রাম ইউনিয়নের, বাজিতপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের এক অতি দরিদ্র পরিবার। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। দু'ভাই-এর মধ্যে সে ছোট। ভাই ধনী হলেও অভাব আমজাদের পিছু ছাড়েনি। অন্যের জমি চাষ করে যে ফসল পেত তা দিয়েই তাকে চলতে হত। পরিবারের কেহ ভাল কাপড় পড়তে পারত না। বড় ভাই তাকে সাহায্য করা তো দুরের কথা বরং সুযোগ পেলে তার ক্ষতি করত। ভাইয়ের প্রতিহিংসাপরায়ন মনোভাব এবং তার দারিদ্র অবস্থা মিলে তার মনের মধ্যে চিন্তা আসে কিভাবে স্বাবলম্বী হবে। কিভাবে আমার ভাইয়ের সমপর্যায়ে যাবে।

সে কখনও কোন এনজিও-এর সাথে যুক্ত হয়নি। গরীব বলে তাকে তেমন কেউ সহযোগিতাও করত না। ২০০৩ সালে দীপশিখা উক্ত গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রথমে সে যুক্ত হতে চায়নি। দীপশিখার মাঠকর্মীর অনুপ্রেরণায় এবং সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে জেনে অবশেষে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে পাঁচ বছরের পরিবার উন্নয়নের পরিকল্পনা করে। মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গরু পালন, গম চাষ, প্রভৃতি প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা অর্ন্তভূক্ত করে। ২০০৪ সালে দীপশিখার সহযোগিতায় তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা ফুটানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে কিছু পদ্ধতিগত ভুল থাকায় অনেক পরিশ্রম করেও সফল হতে পারেনি। কিন্তু আমজাদ থেমে থাকেনি। দীপশিখার সহযোগিতায় গাইবান্ধার সোনালী হাঁস খামার হতে পাঁচ মাস বয়সী বাচ্চা নিয়ে আসে। বাচ্চাগুলি বড় করে বিক্রি করা শুরু করে। বিশটি হাঁস ডিম পাড়ার জন্য রেখে দেয়। হাঁসের ডিম বিক্রি দিয়েই শুর হয় তার পথ চলা। দীপশিখায় যুক্ত হওয়ার পূর্বে তার পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ২৩ হাজার টাকা। আমজাদ দীপশিখার সহযোগিতায় গরু ক্রয় করে। তার বাড়ীর সামনে একটি পরিত্যাক্ত পুকুর আছে। তাতে সে মাছ চাষ করে। গরু, মাছ, হাঁস এবং হাঁসের ডিম বিক্রির টাকায় প্রথমে এক বিঘা জমি বন্ধক নেয়। তাছাড়াও গরু মোটাতাজা করে প্রচুর আয় করে। গত কয়েক মাস আগে বাড়ীতে বিদ্যুৎ নেয়। বাড়তি আয়ের জন্য সে একটি পাম্প বসায় এবং তা দিয়ে অন্যের জমিতে পানি দেয়।
বর্তমানে তার বার্ষিক আয় প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার একশত টাকা। তার চারটি গরু আছে যার আনুমানিক মূল্য ৬০ হাজার টাকা। আমজাদ হোসেন তিন বিঘা জমি বন্ধক নিয়েছে। যে পরিবারটির থাকার মত কোন ঘর ছিল না বাঁশের মাচায় ঘুমাত এখন তাদের ঘরে দু'টি খাট আছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ হাজার টাকা। একটি শোকেজ আছে। বিনোদনের জন্য টিভি ও রেডিও আছে। যোগাযোগের জন্য আছে মোবাইল ফোন। এখন প্রতিদিনই মাছ ভাত ও দুধ খেতে পারে। তার মেয়েটি ৬ষ্ট শ্রেণীতে পড়ে। দীপশিখায় সহযোগীতায় তারা লেট্রিন ও টিউবওয়েল নিয়েছে এবং ব্যবহার করছে। বর্তমানে সমাজে তার মর্যাদা বেড়েছে। গ্রামের যে কোন বিচার সালিশে তাকে ডাকে। বিভিন্ন উৎসবে সে আগের চেয়ে অনেক বেশী খরচ করতে পারে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তাদের এ পরিবর্তনের জন্য দীপশিখার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।

Planning and hard-laboring is the pathway of development of a family

It is a life history of Amjad Hossain's family who lives in the village Bajitpur of Shatagram union council under Dipshikha IRD project area. This family was fianancially vulnerable and no land except homestead for living. Amjad had to work to others farmer's land for arranging food,

clothes for the four members of the family. They didn't get new clothes during any festival. His elder brother didn't help Amjad to change this situation. Amjad is a hardworking and promising person looking for better income sources. Because, he was unable to maintain the family expanses from the insufficient income.

In 2003, when Dipshikha started development activities in this village, firstly Amjad Hossain didn't want to involve with Dipshikha. Afterwards, motivation by the Field Staff of the organization and getting encouragement from his neighbor families, the family was involved with development activities of Dipshikha. Through attending 'Family Development Planning' workshop arranged by Dipshikha, this family prepared their five-year development plan. According to their FD plan, they completed the training course on duck hatching in husk method from Birganj Upazila Livestock Office and by the financial support of Dipshikha they started to implement duck hatchery project. But he didn't get success due to flaws in the method. Amjad is an intelligent man. He didn't change his plan.

Secondly, he brought five months old ducklings from a big farm of Gaibandha and after rearing few days then sold them to the villagers and by this way he made profit. As per plan Hossain gradually implemented different projects like- milking cow rearing, fish cultivation in his pond, cow fattening, etc. He also took training on cow fattening. From the income of the projects, he took lease hundred decimal of agricultural land. And he could afford electricity at his house and sat up a motor pump for supplying water in his agricultural land and others on rent. He also gets good products from the agricultural land. Now his yearly income is taka 1 lace twenty thousand. He purchased furniture, Television and mobile phone for the use of his family members. His daughter is reading in class six. They have latrine and drink safe water. The family can purchase new clothes and good food during any festivals. Their social status increased and they are very grateful to Dipshikha for the help to their family.

জীবন সংগ্রামে সফল আব্দুল খালেক

আব্দুল খালেক একজন ভূমিহীন দিনমজুর। পরিবারের সে একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। সহায়-সম্বল বলতে তাদের তেমন কিছুই নেই। অবস্থা এতই খারাপ যে, যে দিন কাজ থাকেনা সেদিন রান্না ঘরে চুলা জ্বলত না। এভাবেই তার দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। আব্দুল খালেক বাস করে চলন বিল এলাকার সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার দেশীগ্রাম ইউনিয়নের চন্ডিভোগ গ্রামে। গ্রামের কিছু পরিবার বিভিন্ন এনজিও-এর উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকলেও খালেক কোন এনজিও-এর সাথে কখনও যুক্ত হয়নি। দীপশিখা উক্ত গ্রামে আই.এফ.ডি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করলে ২০০২ সালের শেষের দিকে মাঠকর্মীর সহযোগিতায় ও প্রতিবেশীর অনুপ্রেরণায় আব্দুল খালেক উক্ত প্রকল্পের একজন সদস্যভূক্ত পরিবার হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হয়। প্রকল্পে যুক্ত হবার পর যথারীতি স্বামী-স্ত্রী দীপশিখা আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী "পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা" কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে তারার তাদের সম্পদ ও সামর্থ অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদী পরিবার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কাজ বেছে নেয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতে শুরু করে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বছরে সে দীপশিখা থেকে গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের জমানো এক হাজার সাতশত টাকা এবং দীপশিখা থেকে চার হাজার তিনশত টাকা লোন হিসাবে মোট ছয় হাজার দিয়ে একটি

বক্না বাছুর কেনে। দেড় বছর পর গাভীটি একটি এড়ে বাছুর দেয় এবং প্রতিদিন দু'লিটার করে দুধ দেয়। দুধ বিক্রি করে সংসারের খচর চালায় এবং এদিকে বাছুরটি মোটাতাজা করে দু'বছর পর সতের হাজার তিনশত টাকায় বিক্রি করে।

গরু পালনের পাশাপাশি পরিবারটি দীপশিখ থেকে হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ নেয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বার ১৭০টি একদিনের খাকী ক্যাম্বেল জাতের হাঁস নিয়ে পালন করতে শুরু করে। এ ব্যাচের হাঁসের ডিম ও হাঁস বিক্রি প্রায় ৬৩ হাজার টাকা লাভ করে। খালেক হাঁসের খামারে লাভ দেখে পরবর্তীতে ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা নিয়ে পালতে শুরু করে। এবার সে হাঁসের ডিম ও হাঁস বিক্রি করে লাভ করে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। এভাবে তৃতীয়বার ৪০০টি হাঁসের বাচ্চা থেকে প্রায় ৯৩ হাজার টাকা লাভ করে। বর্তমানে তার খামারে ৫০০টি খাকী ক্যাম্বেল জাতের হাঁস আছে। হাঁস পালনে তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যরা সমানভাবে তাকে সহযোগিতা করে। এখন পরিবারের সকলেই হাঁস পালনে দক্ষ হয়ে উঠেছে। দীপশিখার সাথে যুক্ত হয়ে প্রথমে গরু পালন দিয়ে তার ভাগ্য উন্নয়নের পথ চলা রচনা করলেও লাভ বেশী পাওয়ায় পরবর্তীতে হাঁসের খামারই তার জীবিকার প্রধান উৎস হিসেবে বেছে নেয়। হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং হাঁস পালন করে সে হাঁসের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠেছে। হাঁসের খামারের আয় থেকে সে পাঁচ বিঘা আবাদি জমি লিজ নিয়েছে। বর্তমানে আব্দুল খালেক এলাকায় একজন সফল হাঁসের খামারী হিসাবে পরিচিত।

গরু পালন ও হাঁসের খামার করে ইতিমধ্যে তার সংসারের সার্বিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের যে কোন কাজে সকলে মিলে একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের জায়গায় বড় একটি টিনের ঘর করেছে। এখন পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন। বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা দিয়েছে এবং সবাই টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে। বাড়ীর আশে-পাশের অব্যবহৃত খালি জায়গাতে বিভিন্ন জাতের কাঠ ও ফলের গাছ লাগিয়েছে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। পরিবারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বাড়ীতে নিয়মিতভাবে মাটির ব্যাংকে টাকা জমায় এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি বীমা পলিসি খুলেছে। ইতিমধ্যে উক্ত পলিসিতে প্রায় তিন হাজার টাকা জমা হয়েছে। সমাজে তার একটা অবস্থান তৈরী হয়েছে এবং সে মাথা উচু করে কথা বলতে পারে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে আব্দুল খালেক বর্তমানে স্বাবলম্বী ও একজন সুখী ব্যক্তি। তার এই উন্নতির জন্য দীপশিখার নিকট কৃতজ্ঞ।

Abdul Khalequ success in life

Abdul Khalequ was a landless day laborer and only one person of the family for earning. When he didn't get any work, the members of the family went to bed without food. This family lives in the village Chandivog of Desigram union council under Tarash Upazila in Sirajganj district. Though some of the poor families in this village are involved with NGO activities but he never joined with any development agencies. In 2002, Dipshikha started IFD project activities in this area. By the help and motivation of the Field Staff of Dipshikha and also encouraging by the other families, finally Khalequ was involved with Dipshikha development activities at end of the same year. Then both husband and wife was participated "family development planning workshop" arranged by Dipshikha and prepared their family development plan for five years.

As per plan, they started savings in a mud-bank at home to implement their selected IGA projects. In the meantime he completed a short training course on cow rearing from Dipshikha. Firstly, this family implemented milking cow rearing project and for that purpose they took support Tk. 4,300 from Dipshikha along with own contribution of Tk. 1,700. After few months the cow gave birth of a calf. And now everyday they sell two litters of milk and meeting up family expenses and also repaid the loan installment. They reared the calf and after two years it was sold Tk. 17,300. By the side of cow rearing as per FD plan, Abdul Khalequ completed a short training course on poultry rearing form Dipshikha and raised a mini farm with 170 ducks. From the first batch he made profit about taka sixty thousand. By that time, he found that it was more profitable than cow rearing. Then he decided to decrease the cow rearing project and started duck farm. In the 2nd phase, he took 300 ducks to start the farm and after a certain period of time by selling the eggs and ducks, he made profit taka seventy five thousand and from the 3rd batch ninety three thousand taka from the 400 ducks. From the income of his farm, he took lease of hundred decimal of agricultural land. Khalequ was very industrious and committed to follow their FD plan and the other members of the family also helped to make all IGA projects successful. So, he found that duck farm was more profitable than the cow rearing and finally, he invested his money from the cow rearing project to duck farm. Khalequ became a skilled farmer on duck rearing and his name spread as a successful duck farmer in the area.

In the meantime, Abdul Khalequ was able to create income source and made change the financial condition of his family. All the members take decision jointly. They constructed a new tin-shad house and planted fruit and timber trees at the homestead areas. They use sanitary latrine and drink safe water. Children are attending school. For future this family started to save money in the insurance company. He gets more respect from the villagers. Now he is happy and grateful to Dipshikha for the development of his family.

কবিতা রানী নিজের পায়ে দাড়াতে চায়

কবিতা রানী রায়, মাতা-শ্রীমতি ফুলতি রাণী রায়, পিতা-বৈকুণ্ঠ চন্দ্র প্রধান একজন গরীব কৃষক। দিনাজপুর জেলার, বীরগঞ্জ উপজেলায়, মরিচা ইউনিয়নের ডাবরা জিনেশ্বরী গ্রামে তার বাড়ী। অভাব অনটনের মধ্যে তাদের বসবাস। পরিবারটির মোট সদস্য সংখ্যা চার জন। কবিতা দশম শ্রেণী পযর্ন্ত পড়াশুনা করেছে। অভাবের কারণে বাবা-মা মেয়েকে আর লেখাপড়া করাতে পারেনি। কিন্তু কবিতা সব সময় ভাবতো কিভাবে সংসারের আয় বাড়ান যায়। কিভাবে বাবা-মাকে একটু সহায়তা করা যায়। তার নিজের কোন দক্ষতাও ছিলনা।

তারপর একদিন দীপশিখার কর্মীর মাধ্যমে জানতে পারে যে, দীপশিখা বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়। সে তার বাবা-মার সাথে এ বিষয়ে কথা বলে। ২০-০৫-২০০৭ সালে ছ'মাস মেয়াদে সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়ে যায়। প্রতিদিন বাড়ী থেকে প্রায় ১২ কি:মি: পথ পায়ে হেঁটে দীপশিখা অফিসে সেলাই শিখার জন্য আসত। কখনও সকালে না খেয়েই আসতে হত। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় সে ছোটখাট কাজের অর্ডার পায় এবং তা থেকে নিজের খরচ মিঠায়। তারপর এ পরিবারটি দীপশিখার সাথে যুক্ত হয় ০১-০৭-২০০৭ সালে।

সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে দীপশিখা হতে দুই হাজার টাকা এবং পরিবার থেকে এক হাজার মোট তিন হাজার টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে। এখন প্রতিদিনই সে কাজ করতে পারছে। বর্তমানে সে প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করে। প্রতিমাসে তার আয় থেকে তার পরিবারকে সহায়তা করতে পারছে। তাদের পরিবারে আত্মীয়-স্বজন আসলে সে নিজেই মাছ কিংবা মাংস কিনে আনে। ইতিমধ্যে পরিবারের সবাইকে নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। তার বাবা-মা খুব খুশী। কারণ এ পরিবারটিকে এখন আর অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। বিভিন্ন পূজা-পার্বনে কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কাজ যখন বেশী হয় তখন এলাকার ২/৩ জন মেয়েকে সে বোতাম লাগান, কিংবা হাতের সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার করে। দীপশিখা থেকে গ্রহণকৃত সেলাই মেশিন ক্রয়ের কিস্তির টাকা সে সেলাই কাজ থেকেই পরিশোধ করছে। তার পরিবারটি বর্তমানে আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিজের পায়ে দাড়ানোই কবিতা রানীর ভবিষৎ পরিকল্পনা।

Kabita Rani wants to stand on her leg

Kabita Rani Roy (18) daughter of Sreemoty Fulmoti Rani Roy and Boikuntha Chandra Prodhan lives in Dabra Jinsori village under Moricha Union Council of Birganj Upazila in Dinajpur district. She comes from a very poor family consisting of four members. She studied up to class IX and could not continue her education due to poverty of her family.

She was the elder daughter of the family and had an ambition that after completion of the study she will get a good job and alleviate poverty from their family. But she failed to fulfill her ambition due to insolvency of the family.

But she did not get disheartened. She felt that she could do something for her family. She didn't have any skill. In the meantime, she came to know from the Field Staff of Dipshikha that the organization arranges tailoring training course for the youths in Birganj area under its IRD project. Kabita discussed about the matter with her parents and took admission on May 20th 2007 in tailoring training course. The duration of the training course was six months. She was very attentive and hardworking energetic young girl. Everyday Kabita came from her house about 12 km. on foot to attend the training course at the IRD project office. Sometimes, she came without taking any breakfast in the morning. During the training, she got order to make dresses from the village women and earned some money to meet up her personal expenses. She completed the course successfully.

After the training, Kabita's parents took Tk. 2,000 from Dipshikha and along their contribution Tk. 1,000 they purchased a sewing machine and started tailoring work in her house. She has been able to draw the attraction of the customers with friendly behavior, dressmaking quality and design. She now earns about Tk. 3,000 per month. At present Kabita Rani Roy is Self-reliant. Her family members feel proud of her and they are now happy. Now, she is contributing a part of the income to her family expenses and repaying loan installment. She can buy good food (meat or fish) when any guest come to their house. Even she purchases new clothes for all the members of the family during festival. She also tries to save some money for her future. She becomes self-reliant.

Kabita said ***"tailoring skills provided by Dipshikha has given me the strength to stand on my foot. I am very grateful to Dipshikha".***

আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখছে আদিবাসী অধিকার কেন্দ্র (এআরসি)

স্মরণাতীতকাল থেকে সমতলের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসীরা বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র, শোষণ আর বঞ্চনা তাদের নিত্য সঙ্গী। তার উপর বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠীর চাপে আজ তারা দিশেহারা। মিথ্যা মামলা আর ভূমি হারানোর ফলে আজ তারা নিজ ভূমিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ জেলার আদিবাসীরা আজ পরিত্রান পেতে চায়। তারা সহযোগিতা চায় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন সমূহের। আদিবাসীদের এহেন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় "দীপশিখা" সংস্থা। দীপশিখা অনগ্রসর গণ- উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসীদের সংগঠন, ভূমি সমস্যা ও শিক্ষা (দ্বি-ভাষী) কার্যক্রম চালু করে। প্রাথমিকভাবে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ এবং রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ও সোনাখাড়া মোট ৭টি ইউনিয়নের ৩১টি আদিবাসী গ্রামে "গ্রাম উন্নয়ন কমিটি" এবং "গ্রাম উন্নয়ন মহিলা কমিটি" গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ৫টি ইউনিয়নে ৫টি ''আদিবাসী অধিকার কেন্দ্র কমিটি'' (এআরসি) গঠন করা হয়। প্রতিটি কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিশেষ করে ভূমি বিষয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তাড়াশ উপজেলার ৭নং মাধাইনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ঠাকুরপুকুর গ্রামে বাস করে সিং সম্প্রদায়ের ২৬টি পরিবার। তারা প্রায় একি গোত্রের অর্থাৎ রিখি। বিশেষ করে এআরসি কমিটিতে চার জন রিখি গোত্রের সদস্য রয়েছে তার মধ্যে দু'জনের বাড়ী ঐ ঠাকুরপুকুর গ্রামে। জীবন সিং ও মুকুন্দ সিং। তাছাড়া মাধাইনগর ইউনিয়নের এআরসি সভাপতি মনোষা চন্দ্র সিং, তিনিও রিখি গোত্রের। বিগত ২৪/১০/২০০৮ইং তারিখে ঠাকুরপুকুর গ্রামের শ্রী বলরাম সিং (৭৫) পিতা মৃত: উত্তম সিং তার বাড়ীর উত্তর পাশে পুকুরের মালিক। নিজেই তার পুকুরের পশ্চিম কোনে বেগুন লাগানোর জন্য কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে থাকে। ঐ পুকুরের কোনার সাথেই একই গোত্রের হিলি চন্দ্র সিং, পিতা লবিন চন্দ্র সিং-এর ভিটে। বলরাম চন্দ্র সিং, হিলি চন্দ্র সিং-এর জেঠা। বলরাম যখন সকাল বেলা বেগুন লাগানোর জন্য মাটি কোপাচ্ছে তখন হিলি এসে বলরামের হাত থেকে কোদাল কেড়ে নেয়। অতঃপর বলরাম বাড়ীতে গিয়ে তার ছেলেদের বলল হিলি তাকে মেরে তার হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিয়েছে। এ কথা শুনে বলরামের দুই ছেলে হিলির সাথে বাগবিতন্ডা, গালাগালি করতে করতে এক পর্যায়ে মারা-মারিতে জড়িয়ে পরে। সেদিন ঠাকুরপুকুরের রিখি সম্প্রদায়ের হিলির কাকা শচীন চন্দ্র সিং মাঝখানে দাড়িয়ে ঘটনা মিমাংসা করার ওয়াদা দিয়ে মারামারি বন্ধ করে দেয়।

পরদিন ২৫/১০/২০০৮ইং তারিখে সকাল বেলায় হিলি বাচ্চা কোলে রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে আসতে থাকলে বলরাম সিং কোন কথা না বলে হিলিকে মারতে থাকে। হিলি বেগতিক দেখে চিৎকার দেয় এবং বলরামের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে বলরামকে বাড়ি মারে। বাড়িটি বলরামের না লেগে, লাগে বলরামের স্ত্রীর গায়ে। রোগা মানুষ, মার খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তাৎক্ষনিক চিকিৎসার জন্য তাড়াশ সদর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। অনেক মানুষ এহেন ঘটনায় থানায় মামলা করার জন্য বলরাম সিং ও তার দুই ছেলেকে প্রলোভন দিতে থাকে।

এআরসি সভাপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঐ ঘটনার মামলা হতে দেয়নি। মনোষা সিং নিজ উদ্যোগে রিখি গোত্রের সকল মুরুব্বীদের সহযোগিতায় এবং নিজেদের আত্মীয়দের সহযোগিতায় বিগত ১৪/১১/২০০৮ তারিখে ঐ ঠাকুরপুকুর গ্রামের প্রবীন ব্যক্তি শ্রী বাবু ঠাকুরদাস চন্দ্র সিং -এর উঠানে ঘরোয়া বৈঠকে উক্ত ঘটনার মিমাংসা করেন। সেই সাথে পুকুরের সীমানা নির্ধারণের জন্য দু'জন আমিন এনে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সন্ধ্যায় রিখি গোত্রের সকল সদস্যসহ যারা ঐ

ঘটনার মিমাংসায় সহযোগিতা করেছিল তাদেরকে নিয়ে এক হাড়ির রান্না এক পাটিতে বসে খেয়ে পূর্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।এছাড়াও এআরসি সভাপতি মনোষা চন্দ্র সিং তার যোগ্য নেতৃত্বে মাধাইনগর সিং পাড়ায় শ্রী রুহিনী চন্দ্র সিং, পিতা মৃত: মকরম সিং-এর চার দাগের ৪২ শতক জমি খারিজ করার জন্য কাজ শুরু করে। অবশেষে ১,৫০০ টাকার খারিজ ৬০০ টাকায় করতে সক্ষম হয়।তেমনিভাবে সরাপপুর গ্রামের যোগেন্দ্র নাথ সিং, পিতা মৃত: ব্রজ গোপাল সিং-এর জমি অন্যের নামে মিউটেশন করা হয়েছিল। এআরসি সভাপতির উদ্যোগে সেটাকে সহকারী কমিশনার ভূমি তাড়াশ উপজেলায় গিয়ে মিসকেস করা হয়। যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। খুব তাড়াতাড়ি সেটা নিষ্পত্তি হবে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশ্বাস দেন। দীপশিখার সহযোগিতার জন্য গ্রামের আদিবাসী সম্প্রাদায়ের লোকেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

The Adivasi Rights Center is playing an effective role in solving adivasi problems

For centuries adivasis are living in the plan land of Northern Bangladesh. The Santals, Oroans, Mahatos, Mahalies are the main adivasis who live in the North Bangladesh. Among the problems they encounter in their day to day lives are the poverty, illiteracy, superstitions, losing of land, unemployment and deprivation of human rights. Because of land losing, different kinds of land litigations are part and parcel of their day to day lives. As a result they lose much money in facing these problems.

But recently under the project titled "Dipshikha Anagroshor Gono Unnayan (AGU) Project" (Project for Backward Adivasis) taken up by Dipshikha, they are gradually being organized and also running education program in their own language for the children. By now there are human rights committees for men and women in seven villages of Tarash and Raiganj Upazilas in Sirajganj district. Under the Union Parishads of Dhamainagar and Sonakhara so far village development committees both for men and women are organized in 31 villages. The committee members were given training on land issues and human rights for 3 days.

Now these committees are quite active and alert about their rights. In this regard, a case of human rights is narrated here. There lived 26 families of Shing tribes. Of them there are four persons who are in the rights committee. Once it happened that the land on the bank of a tank on which Jibon Sign have built houses were attacked to remove them from their home steam by the non adivasi main stream population. When the adivasis tried to defend themselves they were beaten and injured later with the help of the local elite and ARC committee members the event was peacefully minimized and settled. Then on, the adivasis are living peacefully in their own land. It may be commented that it is one of the notable achievements of this project.

সুমিতা রানী একজন সফল দর্জি

সুমিতা রানী রায় (১৬) পিতা হরেন্দ্র নাথ রায় একজন গরীব কৃষক। বাড়ী বীরগঞ্জ উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ব্রাহ্মণভিটা গ্রামে। অভাব-অনটনের মধ্যে তাদের বসবাস ছিল। তার মা দীপশিখার "মালতি মহিলা" দলের একজন

সদস্যা। দীপশিখা আই.জি.এ কর্মসূচী থেকে বিভিন্ন সময় ঋণ নিয়ে তা ব্যবহার করে তাদের পরিবারের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা চার জন।

সুমিতা নবম শ্রেনী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেছে। সুমিতা সব সময় ভাবতো কিভাবে সংসারে বাড়তি আয় করা যায়। কিভাবে বাবা-মাকে একটু সহায়তা করা যায়। মাঝে মাঝে নিজের বিয়ের কথাও ভাবতো। সবকিছু মিলিয়ে সে বুঝতে পারছিল না, তার কি করা উচিৎ। ঠিক এমনি সময়ে দীপশিখার কর্মীর মাধ্যমে জানতে পারে যে, দীপশিখা বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বাবা-মার সাথে এ বিষয়ে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভর্তি হয় সেলাই প্রশিক্ষণে। নিজের একাগ্রতা ও পরিশ্রমের ফলে ভালভাবেই রপ্ত করে সেলাই-এর বিভিন্ন কাজ। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়েই আয় করা শুরু করে দেয়। এভাবে এলাকায় তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং অনেক কাজের অর্ডার পেতে থাকে। বর্তমানে সে প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করে। তার কাজের পরিমান বেশী থাকায় ২/৩ জন মেয়েকে তার সহযোগী হিসাবে কাজের সাথে যুক্ত করে। এখন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে সে তার বাবা-মাকে সহায়তা করছে। দীপশিখা থেকে তার পরিবার যে ঋণ নিয়েছে তার কিস্তিও সে সেলাই কাজ থেকেই দিয়ে দেয়। শুধু সেলাই হতে উপার্জন করে একটি খাট ও একটি শোকেজ ক্রয় করে। তার নিজের টাকায় কেনা দু'টি ছাগল, চারটি হাঁস ও আটটি মুরগী আছে। সে তার বিয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করছে। ইতিমধ্যে তার বিয়ে যৌতুক ছাড়াই ঠিক হয়েছে। বিয়ের খরচের বেশীর ভাগ নিজেই উপার্জন করতে পারবে বলে জানায় এতে তার বাবা-মার উপর চাপ কম হবে। পরিবারটি বর্তমানে আরও স্বচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুমিতা শুধুমাত্র নিজে শিখেই তার দায়িত্ব শেষ করেনি। সে তার এলাকার কয়েকজন মেয়েকে সেলাই উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

Sumita Rani has the key of self-reliance

Sumita Rani Roy (16) daughter of Horandrnath Roy lives in Bramanbitha village under Palashbari Union Council of Birganj Upazila in Dinajpur district. She comes from a very poor family consisting of four members. She studied up to class X and was continued due to poverty of her family. She had an ambition that after completion of the study she will involve with services and alleviate poverty from their family. But the cruel poverty restricted her to achieve the ambition.

But she did not loss hope. She was determined that she is able to do something for her family. She also thought about her marriage. Her mother was involved as a group member with Dipshikha and took loans in different times for income generating proposes. By this way the family overcoming varies circle of poverty. In the meantime, she came to know that Dipshikha provides tailoring training for the youths in Birganj area under IRD project. Sumita discussed about the matter with her parents and decided to join the tailoring training course for six months. She was very attentive and hardworking energetic young girl. During the training period made dresses for the village women and earned some money.

After successful completion of the training course, Sumita bought a sewing machine and started tailoring work in her house. She has been able to draw the attraction of the customers with friendly behavior, dressmaking quality and design. She now earns about Tk. 3,000 per month. When she gets huge orders, she employs 2/3 girls as her helper and trainees. At present Sumita Rani Roy is Self-reliant. Her family members feel proud of her and they are now happy. Now,

she is contributing a part of her income for her brother's and sister's educational expenses. Besides, she bought some furniture for the family, two goats, four ducks and eight chickens for rearing. She also saved some money for her marriage. Now, she gets proposals for marriage without dowry.

Sumita said ***"tailoring skills provided by Dipshikha has given me the key for achieving self-reliance. I am grateful to Dipshikha. This activity should be continued for the poor and distressed village youths".***

অধ্যবসায়ী বেলাল

বেলাল হোসেন, গ্রাম: মরিচা, তার স্ত্রীর নাম আন্‌জুয়ারা বেগম। স্বামী, স্ত্রী ও তিন ছেলে নিয়ে মোট পাচঁ জনের পরিবার। দীপশিখা যুক্ত হওয়ার পূর্বে তাদের পাঁচ জনের পরিবারের তিন বেলা খাবার সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অনেক কস্টকর ছিল। ছেলেদের স্কুলের বই এবং পরিধেয় বস্ত্র সময়মত কিনতে না পারায় তাদেরকে নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে পারতো না। নিজ এলাকায় সব সময় কাজ না থাকায় মজুরী করার জন্য তাকে প্রায়ই ঢাকা কিংবা সিলেটে যাওয়া লাগতো। কৃষি কাজ করার জন্য ধার দেনা ও গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয়া লাগতো। ফসল তোলার পর দেখা যায় তার ঋণই পরিশোধ হচ্ছে না। তার বাড়ীতে নলকূপ ছিল না। খাবার পানি সংগ্রহ করতে হতো প্রতিবেশীর নলকূপ হতে। পানি সংগ্রহ করতে গেলে গৃহিনীকে সর্বদা গালিগালাজ করতো। গৃহস্থালি কাজে পুকুরের নোংরা পানি ব্যবহার করতে হতো, ফলে পরিবারটিতে অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো। তার বাড়িতে কোন লেট্রিন ছিল না। ল্যাট্রিন হিসাবে খোলা মাঠ ও ঝোপ-ঝাড় ব্যবহার করতো। পরিবারের ভরন-পোষন ও ছেলেদের লেখাপড়া চালাতে সে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তার আয়ের তুলনায় পরিবারের ব্যয় ছিল অনেক বেশী।

৬ জুন ২০০৭ সালে দীপশিখায় দুই দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় ২য় দিনে পরিবারটি তাদের উন্নয়নের জন্য পাচঁ বছরের প্লান করে। সেই পরিকল্পনাসমূহ একে একে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তাবায়ন করে। উক্ত পরিবার দীপশিখা হতে গরু পালন, ভূট্টা চাষ, বোরো ধান চাষ, আমন ধান, সরিষা ও মাছ চাষের জন্য সহযোগীতা নেয়। কৃষি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সে দীপশিখা হতে ভূট্টা চাষ ও মৌ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নেয়। অপরদিকে তার স্ত্রী আন্‌জুয়ারা বেগমও বসে নেই। আয়বৃদ্ধি কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে দীপশিখার সহযোগীতায় উন্নত জাতের খাকী ক্যাম্বেল হাঁস পালন শুরু করে। হাঁসের ডিম এবং হাঁস বিক্রয় করে ১২,০০০ টাকা হতে ১৪,০০০ টাকা বাড়তি আয় করে। বসতভিটায় ফলের গাছ রোপন করে। দীপশিখা সহযোগীতায় নলকূপ ও লেট্রিন স্থাপন করে। দীপশিখা সহযোগীতায় যে গাভীটি ক্রয় করে তার বাচ্চা প্রসব করায় পরিবারের দুধের চাহিদা মিটিয়ে কিছু বাজারে বিক্রয় করে বাড়তি আয় করছে। দীপশিখায় যুক্ত হওয়ার পূর্বে তার বার্ষিক আয় ছিল ৪৭,০০০ টাকা, বর্তমানে তার আয় ৮২,০০০ টাকা। বর্তমানে তার পরিবারের খাবারের তালিকায় তিন বেলার একবেলা অন্তত মাছ, মাংস বা ডিম থাকছে। ছেলে মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছে। তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসছে। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই সারা বছরই কোন না কোন আয়মূলক কাজে লেগেই থাকে। বর্তমানে তার আয় ও ব্যয় দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। দীপশিখার সদস্য হওয়ার পূর্বে বাঁশের তৈরী মাচায় ঘুমাতো, বর্তমানে তার বাড়ীতে তিনটি চৌকি, ৩টি টেবিল, ২টি চেয়ার ও ১টি বেঞ্চ আছে। তাকে মজুরী করার জন্য এখন আর ঢাকা কিংবা সিলেটে যেতে হয় না। কৃষি কাজের জন্য গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে আর চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় না। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বা গ্রাম্য সালিশে তার ডাক পড়ে। যে কোন সিদ্ধান্ত স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে নেয়। বর্তমানে সে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখে আছে।

Belal's perseverance

Belal Hossain is a resident of Maricha village. His wife is Anjuara Begum. They have three sons, thus their family is of five. There was a time when it was even difficult for the family to manage three meals for the day. The parents could not send their children regularly to school since they could not provide them with books and clothing. Often Belal had to go to Dhaka or Sylhet for selling labor because work was not always available in the area. He had to take loan at a very high interest rate from the 'mahajon' for cultivation. It so happened that he could not repay even after harvesting since the interest rate was high. The family did not have their own tube-well. As a consequence they had to collect water from their neighbours tube-well which in turn was affecting the relationship with the neighbours. So for many household works they were using water from the pond and as a result members of the family were frequently ill. Additionally, having no latrine of own just contributed to the problems. Belal was struggling to bear the expenses of the family needs regardless to mention that he could not provide for their children's education.

On June 6, 2007, Belal and his wife attended the two day family development workshop conducted by Dipshikha. During this time they prepared their five-year family development plan hoping for better days to come. They started to undertake different activities according to their plan. Some mentionable activities that were carried out with the assistance of Dipshikha include: cow rearing, maize, rice (Boro and Amon), mustard and fish cultivation. The family started getting additional income by selling the milk from the cow as well as getting nutrition especially for the children. Meanwhile, he took training on maize and honey cultivation from Dipshikha. His wife worked hand in hand and started rearing 'Khaki Campbell' variety of duck. She earned Taka 12-14 thousand which was an additional income to the family.

They planted fruit trees on their household and also installed tube-well and latrine at home. Before Dipshikha's intervention their yearly family income was Taka 47,000 which has risen to Taka 82,000 over the last couple of years. Now protein in included in everyday menu, children are attending school regularly. Previously they did not have a proper bed and had to sleep on bamboo made benches. At present they have three wooden beds, three tables, 2 chairs and 1 bench to sit on. Now the father does not have to leave his family behind and travel far to get work. Both husband and wife are involved with income generating activities making the family capable of meeting necessary expenses. Decisions are taken jointly and happiness is established in the family.

মাকম বালার জীবন কাহিনী

মাকম বালা (৩৬) একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহীনি। পরিবারে তারা স্বামী-স্ত্রী ও এক ছেলে এক মেয়ে। গ্রামের বাড়ী মাহাতাবপুর, দিনাজপুর। জমি-জমা বলতে শুধু বাড়ীর ভিটেটুকু। স্বামী অন্যের বাড়ীতে দিন মজুরের কাজ করে যা

উপার্জন করে তাতে সংসার চালান খুবই কষ্টকর। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছিল সুন্দর সম্পর্ক। তারা মাঝে-মাঝে আলোচনা করত কিভাবে সংসারের আয় বৃদ্ধি করা যায়। ব্যবসা করলে ভাল হয় এবং তাতে আয় আছে, কিন্তু অত-টাকা পাবে কোথায়? এদিকে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছে। এমনি সময়ে দীপশিখার মাঠকর্মীর কাছ থেকে জানতে পারে দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা। আর দীপশিখার সাথে কাজ করতে হলে দলের সদস্য হতে হবে। দীপশিখা গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন কাহিনী সে তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় দীপশিখার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার। মাঠকর্মীর সহযোগিতায় মাকম বালা নিজেই উদ্যোগী হয়ে আরও ৮/১০ জন দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ১৯৯৩ সালে "রূপসা মহিলা দল" নামে একটি উন্নয়ন সহযোগী দল গঠন করে।

দল গঠনের পর থেকে দলের সবাই নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক দলের মিটিং-এ অংশ গ্রহণ করে নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকে। মাঠকর্মীর কাছ থেকে পরিবারে নিজেদের কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যাবে তার বিভিন্ন দিক সম্পর্ক ধারনা লাভ করে। যেমন-হতে পারে হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি। এমনি একটি আলোচনায় অংশ নিয়ে মাকম বালার মনে পড়ে যায় তাদের ব্যবসা করার কথা। সে তার "চালের ব্যবসা" বিষয়টি নিয়ে মাঠকর্মীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং প্রথম ঋণ হিসাবে ১,০০০ টাকা দীপশিখা থেকে গ্রহণ করে। শুরু হয় তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পালা। স্বামী হাট থেকে ধান কিনে আর স্ত্রী সেই ধান সিদ্ধ করে চাউল তৈরী করে এবং সেই চাউল আবার হাটে বিক্রি করে যে লাভ হয় তার অংশ দিয়েই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে। মাকম এবং তার স্বামী খুব পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী। নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনঢ়। এভাবে প্রতি বছর ঋণ নিয়ে চাউলের ব্যবসা বড় করতে থাকে। ৪র্থ বার ৪,০০০ টাকা নিয়ে ০.১২ শতক আবাদি জমি ক্রয় করে। এ জমিতে বিভিন্ন শাকসব্জি চাষ করে, যা থেকে নিজের পরিবারের চাহিদা পূরণ করে বাজারে বিক্রি করে। ধীরে ধীরে মাকম তার উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বপ্নগুলি বিভিন্ন খাতের প্রবাহিত করতে থাকে। সে খুব বুদ্ধিমান মহিলা। তার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নে স্বামী খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ৫ম বার একটি গাভী ক্রয় করার জন্য দীপশিখা থেকে ৫,০০০ টাকা নেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর সে গাভীটি একটি বাচ্চা দেয়। গাভীর দুধ বিক্রি, জমির ফসল এবং চাউলের ব্যবসার আয় থেকে বছরের চাহিদা পুরণ করে কিছু সঞ্চয়ও করতে শুরু করে।

পরবর্তীতে আবারও ১৩,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে টিনের ঘর তৈরী করে। আর অষ্টম বার ঋণ নিয়ে জমি ক্রয় করে। পরিকল্পনা অনুসারে ঋণের টাকা ব্যবহার করে তার আয় বাড়তে থাকে যা থেকে কিস্তি পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা হয়না। ইতিমধ্যে তার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সব ব্যবস্থা করে। তার পারিবারিক অবস্থা পরিবর্তন হওয়াতে সে চায় তার একমাত্র মেয়েকে ঘটা করে বিয়ে দিতে। আর সে কাজের জন্যও দীপশিখার সহযোগিতা নিতে হয়। তার ছেলে এস.এস.সি.পাশ করেছে। ছেলে লেখা-পড়ায় তেমন ভাল না হওয়ায় তাকে পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে। ছেলের প্রশিক্ষণ শেষে স্থানীয় বাজারে একটি দোকান ঘর ভাড়া নেয়ার এবং কিছু ডাক্তারী যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মাকম বালা এবারও দীপশিখা থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নেয়। এভাবে মাকম বালা তার ছেলের কর্মস্থান সৃষ্টি করে। তার ছেলেও এখন বেশ আয় করতে শিখেছে। তবে তাদের সেই পুরাতন ব্যবসা থেকে বিচ্যুত হয়নি। কোন সময়ই তার ঋণ পরিশোধ অসুবিধা হয়নি। দীপশিখার সহযোগিতা এবং নিজের ইচ্ছা ও পকিল্পনা মাফিক পরিশ্রমই আজ তাকে এ পর্যন্ত আসতে সহায়তা করেছে। তারপরও লোন নিয়ে সে আবার জমি কিনেছে এবং সেই জমিতে এখন বেশ আবাদ হয় যা প্রায় বছরের খাবার উঠে আসে। সর্বশেষে লোনের পরিমান ছিল ১৫,০০০ টাকা। যা দিয়ে সে ঘর পাকা করেছে এবং ঘরের জন্য কিছু আসবাব-পত্র কিনেছে। বর্তমানে তার পরিবারে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা সবই আছে। তার স্বামীকে অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয় না।

নিজের ব্যবসা,আবাদী জমিতে ফসল উৎপাদন, গাভীর দুধ বিক্রি, বাড়ীর হাঁস-মুরগী দেখাশোনা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়। মাকম বালা কৃতজ্ঞতার সুরে বলে- "দীপশিখার উপকারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমার পরিবারের উন্নতির জন্য দীপশিখার কাছে আমি ঋণী।"

Life story of Makom Bala

Makom Bala (36) is a housewife of a poor family. She has her husband, a son and a daughter in her family. She lives in Mahatabpur village of Dinajpur district. The only land she had was her household. Husband worked as a day labour. They had to run the family in hardship with the very little income of the husband. Unlike in the needy families, the husband and wife had a very good relationship and understanding. Often they discussed how they could increase their income. They wished that they could do business which will improve their situation. But where would they get the capital? They were also worried about their future. At this stage she came to know about the detailed activities of Dipshikha. She discussed with her husband about the development of Dipshikha members and decided to become a member herself. With her own initiative and with the help of the field worker of Dipshikha she motivated 8-10 more women of her village and formed a group named "Rupsha Mohila Dol" in 1993. On formation of the group all the members started saving and conducted meetings weekly on a regular basis. During the meetings they were informed of different ideas on how they could increase their income such as through poultry rearing, small business development, goat and cow rearing etc. On such a meeting Makom Bala remembers the discussion with her husband about their wish to start a business. After planning the business and deciding on "Rice Husking business" she discussed it with the field worker and took her first loan of Taka 1,000. She starts realizing her dream. Husband bought paddy from the market, wife boiled and husked it and husband took the rice back to the market to sell them. From the profit she repaid the loan. Makom Bala and her husband are very hard working and determined on their development plan. Every year they expanded their business with the financial assistance of Dipshikha. On the 4th time she took Taka 4,000 and bought a land of 0.12 decimal. On this land they cultivated vegetables and after fulfilling their family needs they sold the rest in the market. With the assistance of her husband she starts implementing the plans. Her 5th loan was of Taka 5,000 and she bought a milking cow which gave birth of a calf. She started saving after all the expenditures from her income from the sources of selling milk, vegetables of the land and rice husking business.

At later stage she made a tin roofed house with the loan of Taka 13,000. With the 8th loan she bought land. According to plan her income started increasing and she did not have any problem to repay the loan. Meanwhile she arranged her daughter's marriage with greater festivity since she has the ability now. Upon passing the Secondary School Certificate (SSC) exam her son went to take training to become a village doctor. After completion of the training course of her son, she rented a room at the market place and bought some necessary materials with the loan of Taka 10,000 from Dipshikha. She managed to create an income source for her son. Since then her son started contributing in the family income but they kept their old business of rice husking. Her plan, hard work and a little assistance from Dipshikha brought her at this state today. She managed to expand her land property from where the family is self sufficient in terms of their whole year's food. Her last loan amount was Taka 15,000 with which they constructed a brick house and made some furniture for the house. At present she has ducks, chicken, goat, cow,

sanitary latrine and pure drinking water supply at home. Her husband does not need to work as a day labour any more. Now he looks after their own business, cultivates his land, sells milk and looks after the ducks and chicken. Makom Bala says with appreciation "I will never forget the assistance of Dipshikha. I am grateful to Dipshikha for the development of my family."

বিধবা মমতার সামনে চলা

মমতার স্বপ্ন ছিল সুখের সংসার করা। সবকিছু ঠিকমতই চলছিল। হঠাৎ তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। নিয়তির নির্মম পরিহাসে, বিয়ের মাত্র চার বৎসরের মাথায় মারা যায় তার স্বামী। সংসারে রেখে যায় চার বছরের এক শিশু কন্যাসহ সহায়-সম্বলহীনা মমতাকে। মমতা হয়ে পরে দিশেহারা। এমতাবস্থায় মমতার বৃদ্ধা মা তার সংসারে এসে যোগ দেয়। সংসার চলবে কিভবে এই চিন্তায় সে দিশেহারা। তাই বাধ্য হয়ে অন্যের জমিতে দিন মজুরী করে এবং ধার-দেনা করে অতি কষ্টে কোন রকমে সংসার চালাতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর এভাবেই তার কষ্টের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যায়।

এমনি সময়ে ২০০২ সালে দীপশিখা চন্ডিভোগ গ্রামে পরিবার ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করলে গ্রামে আরও কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মত সেও দীপশিখা মাঠকর্মীর সহায়তায় আই.এফ.ডি প্রকল্পের সদস্যভূক্ত পবিারার হিসাবে যুক্ত হয়। তারপর দীপশিখা আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী "পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা" কর্মশালায় তার মা-সহ অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পদ ও সামর্থ অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদী পরিবার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে মমতা একটি গরু কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য মমতা দিনমজুরীর টাকায় সংসারের খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা মাটির বাংকে সঞ্চয় করতে থাকে। পাশাপাশি দীপশিখা থেকে গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ নেয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই নিজের সঞ্চয়ের এক হাজার টাকা এবং দীপশিখা থেকে দুই হাজার সাতশত টাকা ঋণ নিয়ে মোট তিন হাজার সাতশত টাকায় একটি বকনা বাছুর কেনে। কেনার এক বছরের মাথায় গাভীটি একটি বাছুর প্রসব করে এবং দৈনিক ২.৫ লিটার করে দুধ দিতে থাকে। মমতা প্রতিদিন দু'লিটার দুধ বিক্রি করে প্রায় ৫৫ টাকা উপার্জন করে। গরু লালন-পালনে ও দুধ বিক্রির কাজে মমতার মেয়ে ও তার বৃদ্ধা মা তাকে সহযোগিতা করে। দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে সংসারের খরচ মিটিয়ে একাট ছাগল ও ছয়টি হাঁস কিনে। দীপশিখার সহযোগিতায় পরিশ্রমী মমতা ও তার মা মিলে চিড়া-মুড়ি তৈরী ও বিক্রি করা শুরু করে। এভাবে সে আস্তে আস্তে সংসারের উন্নতির স্বপ্ন দেখা এবং তার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করতে থাকে।

দেখতে দেখতে তার প্রথম বারে কেনা সেই গাভীটি থেকে পর পর পাঁচটি বাছুর হয়েছে। প্রথম বাছুরটি বড় করে প্রায় পনের হাজার টাকায় বিক্রি করে আর সে টাকায় ২০ শতক আবাদি জমি বন্ধক নেয়। পরবর্তীতে মমতা দ্বিতীয় বাছুরটিও বিক্রি করে এবং অন্যান্য উৎস্যের উপার্জিত টাকা দিয়ে আরও ১৫ শতক আবাদি জমি বন্ধক নেয়। একটি বাছুর অসুস্থ্য হয়ে মারা যায়। প্রথমবারে কেনা গাভীটিসহ বর্তমানে তার তিনটি গরু , চারটি ছাগল, সাতটি হাঁস এবং নয়টি মুরগী আছে।

যখন তার স্বামী মারা যায় তখন তার সম্পদ বলতে ছিল মাত্র ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। বর্তমানে তার বাড়ীতে একটি টিনের ঘর হয়েছে। রান্না ঘর ও গরু-ছাগল রাখার জন্য আলাদা গোয়াল ঘরও আছে। বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানির জন্য নিজস্ব টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করেছে। দীপশিখা থেকে স্বল্প মূল্যে ফল ও কাঠ জাতীয় গাছের চারা নিয়ে বাড়ীর পাশে অব্যবহৃত জায়গায় রোপন করেছে। ফল গাছগুলিতে ইতিমধ্যে ফল ধরতে শুরু করেছে। মেয়েকে লেখা-পড়া শিখিয়ে উপযুক্ত ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে। এখন সে নিয়মিতভাবে মাটির ব্যাংকে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য জমা করছে। বর্তমানে ব্যাংকে প্রায় ষোল হাজার টাকার অধিক সঞ্চয় জমা হয়েছে। মমতা এখন যথেষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী। সংসারে এবং সমাজে সে তার অবস্থান শক্ত করে তুলেছে। মমতা স্বীকার করেছে যে, দীপশিখার সহযোগিতা না পেলে তার পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব হত না। এ জন্য সে দীপশিখার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ। পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী মমতা বাস করে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার চন্ডিভোগ গ্রামে।

A step forward for Momota the widower

Momota had a dream of a happy family. Everything was going on nicely. Suddenly dark clouds covered her life when her husband died at the fourth year of her marriage. Her four year old daughter and Momota were left in the family. With no income source Momota became bewildered. At this state her old mother joined the family. Finding no way she started working as a day labour. Ten years passed by in hardship.

She became a member of Dipshikha with the help of the field worker when Dipshikha Integrated Family Development (IFD) project started in 2002 on family development approach in Chondibhog village. Afterwards her daughter and herself came to the "Family Development Workshop" where they prepared a five year plan upon analyzing their resources and capacity. According to the plan she decided to buy a cow. To implement her project she saved some money in a clay pot (piggy bank) from the leftovers of her income from working as a day labour. She took training on livestock and poultry birds rearing from Dipshikha.

She bought a cow with Taka 3,200 of which she paid Taka 1,000 from her savings and Taka 2,200 was paid by Dipshikha. At the end of one year the cow gave birth to a calf and started giving 2.5 litres of milk everyday. Momota started earning Taka 55 by selling 2 litres of milk in the market. Her daughter and mother helped her raise the cow and sell the milk in the market. With the income from selling cow milk, Momota bought a goat and six ducks on consultation with Dipshikha and according to her plan. Additionally Momota and her mother started making puffed and flattened rice and sold it in the market. Her family started realizing the dreams and implementing the family development plan.

As time passed by the cow gave birth to five calves. She sold the first calf after raising it and sold it for Taka 15,000 and took 20 decimal land on lease. Later she sold the second calf and also from income from other sources she took additional 15 decimal land on lease. Meanwhile one calf died which was a financial loss for her family. Including the first bought cow, now she has three cows, four goats, seven ducks and nine chickens.

Momota, the widower, only had a hut to live in when her husband died. Now she has a tin roofed house. She has a separate kitchen and room for the cows and goats. She managed to install

sanitary latrine and tube-well. She planted fruit and timber plants at her household on fallow land with the assistance of Dipshikha. The fruit trees are already bearing fruits. She educated her daughter and gave her hand in marriage. Now still she saves money in clay pot to implement her next projects. She saved about Taka 16,000 in the bank. Unlike the time of her husband's death, Momota is self confident now. She has a good status in the society now. Momota whole heartedly appreciates that without Dipshikha's assistance she would not have been able to develop herself and her family. Hard working and determined Momota lives in Chondibhog village under Tarash Upazila of Sirajganj District.

নজরুল ইসলাম নিজেই তার পরিবারের ধারাবাহিক উন্নয়নের কথা ব্যক্ত করেন এইভাবে

আমি মো: নজরুল ইসলাম, স্ত্রী-নুরজাহান দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে আমাদের সংসার। বড় ছেলে ৪র্থ শ্রেনীতে এবং মেয়ে তৃতীয় শ্রেনীতে লেখাপড়া করে। ছোট ছেলেটির বয়স মাত্র পাঁচ বছর। সে এখনও স্কুলে যায় না। আমি জাবারীপুর গ্রামের এক গরীব দিন মজুর। আমি ও আমার স্ত্রী ৩১ শে জুলাই ২০০৭ সালে দীপশিখার পরিবার উন্নয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহন করি এবং আমাদের পরিবারের উন্নয়নের জন পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করি। ২৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে দীপশিখার সহযোগিতায় ও পরামর্শে একটি গাভী পালন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করি। বর্তমানে গাভীটি প্রতিদিন প্রায় দেড় কেজি করে দুধ দিচ্ছে। বাড়ীতে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ার পর বাকি দুধ প্রতিদিন বিক্রি করে ৩০ টাকা পাই। আমার স্ত্রী দীপশিখার সহযোগিতায় চানাচুর তৈরীর প্রশিক্ষণ পায় এবং একটি চানাচুর তৈরীর ফরমা ক্রয় করে চানাচুর তৈরী শুরু করে। আমার বাড়ীর পাশেই রাস্তার ধারে ছোট মুদির দোকান দেই এবং ঐ দোকানে চানাচুর বিক্রি করে থাকি। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫/৭ কেজি চানাচুর বিক্রি করি। এতে আমার লাভ আসে প্রতিদিন ২৭-৩০ টাকা। আমি সকালে দোকানে বসি। মজুরীর কাজ পেলে মাঠে কাজে চলে যাই। তখন আমার স্ত্রী দোকান চালায়। তাছাড়াও আমার স্ত্রী বাড়ীতে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগীর পালন ও সংসারে অন্যান্য কাজ করে থাকে। আমরা দীপশিখা হতে ৫টি হাঁস নিয়েছি এবং হাঁসগুলি ডিম দিতে শুরু করেছে। প্রতি সপ্তাহে হাঁসের ডিম বিক্রি করে প্রায় ৬০ টাকা আয় হয়। দীপশিখার সহযোগিতায় নলকূপ ও ল্যাটিন সেট নিয়েছি। এখন পরিবারের সবাই বিশুদ্ধ পানি পান এবং ল্যাট্রিন ব্যবহার করি। মুদির দোকান, হাঁস-মুগরী ও গাভীর দুধ বিক্রি করে আমার পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আমার বিশ্বাস পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে উন্নতি হবেই। বর্তমানে আমি দীপশিখা সহযোগিতায় ও পরামর্শ নিয়ে কৃষি কাজ করার পরিকল্পনা করছি। এতে অল্প জমিতে অনেক ফসল পাবো। আমার ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শিখাব। পূর্বের তুলনায় আমার দিন ভালই যাচ্ছে। দীপশিখাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

Gradual development of Nazrul Islam's family as expressed by him

I, Md. Nazrul Islam, have my wife Nurjahan, two sons and a daughter in my family. Eldest son is in class 4 and my daughter studies in class three. My youngest son is only five years old and does not attend school yet. I am a poor day labour of Jabaripur village. My wife and I attended Dipshikha family development workshop and made five years plan on July 31, 2007. On April 24, 2008 I implemented the cow rearing project with the consultation and help of Dipshikha. At present the cow is giving 1.5 kg milk. After meeting the needs of the children in the family I sell

the milk and earn about Taka 30 everyday. My wife took training on 'Chanachur' making (food processing) from Dipshikha. I bought her a dice and now she makes chanachur at home. I started a shop on the road side close to my home and sell chanachur. Every week I sell about 5-7 kgs of chanachur. My profit is about Taka 27-30 everyday. I open my shop early in the morning. If I get work in the field then I go to do that. My wife runs the shop in my absence. On top of that my wife looks after the cow, goat, ducks and chicken and does other household work. I took five ducks from Dipshikha and they started laying eggs. Every week I earn about Taka 60 by selling eggs. I took latrine and tube-well with the assistance of Dipshikha. Now my family has safe drinking water and they can use sanitary latrine. I developed my family by starting the shop, selling ducks and chicken and milk. I believe development is a must only if it is done in a planned manner. At present I am planning to get involved with Agricultural production with the support and consultation of Dipshikha. I hope to get good cultivation from a small amount of land. I wish to educate my children. My days are passing much better than before. I express my gratitude and thanks to Dipshikha for playing a major role in the development of my family.

মহাজনের ঋন চক্র থেকে এখন মুক্ত গাজিউর রহমান

গাজিউর রহমান (৪৬) স্ত্রী আসমা বেগম এবং তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করে দীপশিখা আই.আর.ডি প্রকল্প এলাকার বীরগঞ্জ উপজেলার ডাবরা জীনেশ্বরী গ্রামে। পাঁচ জনের এ পরিবারের তিন বেলা খাবার সংগ্রহ করা ছিল গাজিউরের কষ্টকর। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার খরচ এবং পরিধেয় বস্ত্র যোগার করতে না পারায় তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারত না। নিজ এলাকায় সব সময় কাজ না থাকায় মজুরী বিক্রির জন্য তাকে প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজের সন্ধানে ছুটে বেড়াতে হতো। কৃষি কাজ করার জন্য গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হত। ফসল তোলার পর দেখা যেত তার যে পরিমান আয় হত তা দিয়ে মহাজনের ঋণই পরিশোধ হচ্ছে না, ফলে মহাজনের ঋনের চক্র থেকে বের হতে পারত না। আয়ের তুলনায় গাজিউর-এর পরিবারের ব্যয় ছিল বেশী। এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে একদিন গাজিউরের সাথে দীপশিখার মাঠকর্মীর দেখা হয় এবং দীপশিখার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে গাজিউর সিদ্ধান্ত নেয় "পরিবার ভিত্তিক উন্নয়ন" কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার। দু'দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পরিবারের উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারনা নেয় এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা করে। এ পর্যন্ত তার পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী দীপশিখা হতে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-গম চাষ ও ভূট্টা চাষ, গরু পালন, আমন চাষ ও বাউকুলের বাগান করার সহযোগিতা নেয়। বর্তমানে তার একটি বাউকুলের বাগান ও একটি নার্সারী আছে যা দীপশিখার সহযোগিতায় করা সম্ভব হয়েছে।

২০০৭ সালে গাজিউর ২০শতক জমিতে গম চাষ করে নীট লাভ করে প্রায় পাঁচ হাজর টাকা। তারপর থেকেই ভূট্টা চাষ, গরু পালন, আমন চাষ করে সে অভাবনীয় সাফল্য পায়, যার ফলে দীপশিখায় যুক্ত হওয়ার পূর্বের আয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে বর্তমানে তার আয় দাড়ায় প্রায় আটচল্লিশ হাজার টাকায়।
পরিবারটি যে পরিমান অভাব অনটনের মধ্যে ছিল তাতে হয়তো তার ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারত না কিন্তু এখন তার বড় ছেলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে।

কৃষিকাজে সাফল্যের কারণে, গ্রামের অনেকেই কৃষি বিষয়ক নানা পরামর্শ নেয়ার জন্য গাজিউর রহমানের কাছে ছুটে আসে। গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে তাকে আর ঋণ নিতে হয় না। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের

কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ডাক পড়ে। পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে নেয়। বর্তমানে সে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখে আছে। তার এ উন্নতির জন্য দীপশিখার প্রতি কৃতজ্ঞ।

Gaziur Rahman is now free from Mohajon (village money lender)

Gaziur Rahman(46), his wife Asma Begum and his three children lives in Dabra Jinessori village of Birgonj Upazila under the development area of Dipshikha Integrated Rural Development (IRD) project. Even to manage proper three meals was difficult for Gaziur Rahman. He could not send his children to school since he did not have enough money to send them to school and buy clothes. He had to travel to different districts of Bangladesh to find work. He used to borrow money on high interest rate from *mohajon* to do agricultural work. He could not repay the money after harvesting since it was not enough. As a consequence he could not come out of this circle. He could not fulfil his family's needs. During this time he met with a fieldworker of Dipshikha and decided to join the "Family Development Workshop". He took many ideas from the workshop and both husband and wife prepared the five year development plan. Up to now his family took assistance in wheat, maize, amon cultivation, cow rearing and Baukul garden from Dipshikha. With the support of Dipshikha he now has a Baukul garden and a nursery.

In 2007 Gaziur Rahman cultivated wheat in 20 decimal land made a profit of Taka 5,000. Since then he had been cultivating maize and amon and also rearing cow from which he had made good profit. Before joining Dipshikha his yearly income was Taka 35,000 which increased to Taka 48,000. Probably he would not have been able to educate his children considering his financial condition but now his son studies in class seven.

Due to his success in agriculture, now many from the village come to take consult him. Now he does not have to go to the *mohajon* any more. His social status and respect increased. He is called upon in social events. Both husband and wife take decision jointly. He is now leading a happy life with his wife and children. He is grateful to Dipshikha for their help in improving his situation and developing his family.

-O-